৭৫তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০২২ ■ বর্ষ ০৭ ■ সংখ্যা ১১

বন্দর বার্তা

মেরিটাইম বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

সামুদ্রিক শৈবাল

সুনীল অর্থনীতির প্রসারে সম্ভাবনাময় সম্পদ

বিশেষ সাক্ষাৎকারে নৌপরিবহন সচিব
মো. মোস্তফা কামাল

পায়রা বন্দরে একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

উত্তরণের ধারায় তিন দশকের সর্বনিম্নে জলদস্যুতা

নভেম্বর ২০২২
বর্ষ ০৭, সংখ্যা ১১

বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মেরিটাইম
বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান,
এনপিপি, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি

সম্পাদক
জাফর আলম

সম্পাদনা পর্ষদ
রম্য রহিম চৌধুরী
মো. মমিনুর রশিদ
মো. ওমর ফারুক
মাহবুব মোরশেদ চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
তাজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
বিপ্লব সরকার

নিয়মিত প্রদায়ক
এনামুল করিম
কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ
শরিফুল আলম শিমুল

প্রতিবেদক
ওমর ফারুক ইমন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মনির খান শিমুল

জনসংযোগ
এ এন এম ফারুক হোসেন চৌধুরী

আলোকচিত্রী
এস এম শামসুল হুদা

ডিজাইন ও ডিটিপি
তৌফিক আহমেদ
আবিদা হাফছা
মাহমুদ হোসেন প্রিন্স
মির্জা নাঈম অলিউল্লাহ্

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
হাবিবুর রহমান সুমন, আলেয়া ফেরদৌসী

প্রকাশক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর পক্ষে
কনটেন্ট পরিকল্পনা ও প্রণয়ন,
ডিজাইন, প্রকাশনা:

ENLIGHTEN | VIBES
বাড়ি ০৬, সড়ক ০৩, সেক্টর ০৫
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০২-৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দরভবন, ৩য় তলা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০২-৩৩৩৩৩০৮৬৯
ইমেইল: bandarbarta@gmail.com

সম্পাদকীয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াস 'সমুদ্র অর্থনীতি'র প্রসারে কাজ করে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বন্দরবার্তা

সমুদ্র অর্থনীতির প্রসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে প্রয়াস, তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে মেরিটাইম-বিষয়ক চর্চাকে এগিয়ে নিতে চট্টগ্রাম বন্দরের উদ্যোগে সাত বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে বন্দরবার্তা। নিরবচ্ছিন্নভাবে এটি আমাদের পঁচাত্তরতম সংখ্যা, বাংলা ভাষায় মেরিটাইম-বিষয়ক সাময়িকীর জন্য একটি মাইলফলক বৈকি! এই পথপরিক্রমায় প্রথমেই ধন্যবাদ দিতে হয় বন্দরবার্তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানসহ বোর্ড সদস্যবৃন্দ, সচিব ও সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে–যাদের সদিচ্ছায় সম্ভব হয়েছে এই পথচলা। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের মেরিটাইম শিল্প গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ থেকে হিন্টারল্যান্ড সংযোগ, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সমুদ্র অর্থনীতির নানা গবেষণাসহ একটি বড় পরিবর্তনের সামনে দাঁড়িয়ে। উচ্চ আয়ের দেশ হওয়ার পথে সমুদ্র অর্থনীতি তথা মেরিটাইম খাত থেকেই নিতে হবে আমাদের সবচেয়ে বড় সহযোগিতা।

সরকারের সমুদ্র অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সিউইডকে সম্ভাবনাময় অর্থকরী ফসল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। সিউইড বা সামুদ্রিক শৈবাল বিশ্বব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ জলজ সম্পদ। বর্তমানে বৈশ্বিকভাবে অ্যাকোয়াকালচার খাতে যে শিল্পটির প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি, সেটি হলো সিউইড চাষ। এর বৈশ্বিক বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৩ হাজার ৩০০ কোটি টন, যার বাজারমূল্য ১ হাজার ১৮০ কোটি ডলারের মতো। এই উৎপাদন সামনের বছরগুলোয় আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। জাপানের জিডিপির ২১ শতাংশ আসে সামুদ্রিক শৈবাল এবং এ থেকে উৎপাদিত সামগ্রী রপ্তানি থেকে। চীনের জিডিপির গড়ে ১৪-১৫ শতাংশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার গড়ে ৮-১০ শতাংশ আসে এ খাত থেকে।

সিউইডে রয়েছে খনিজ পদার্থ ও ভিটামিনের প্রাচুর্যতা। এতে দুধের চেয়ে ১০ গুণ বেশি ক্যালসিয়াম রয়েছে, যা শরীরে সহজে হজমযোগ্য। লাল ও বাদামি বর্ণের সিউইডে থাকা ক্যারোটিন মানবদেহে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। ডায়রিয়া ও টিউমার বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে এটি। সিউইডে বিদ্যমান ক্যারাজিনান মানবদেহের উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সহায়তা করে। সিউইডের উচ্ছিষ্টাংশ থেকে বায়োগ্যাস তৈরি করা হয়। এছাড়া জৈবসারও তৈরি করা যায়। যুক্তরাজ্যের গবেষকদের মতে, আগামীতে বৈশ্বিক জ্বালানি চাহিদার ৮০ শতাংশ সামুদ্রিক শৈবাল থেকে পূরণ হবে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বিশাল সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা সিউইড চাষের জন্য উপযুক্ত। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কক্সবাজার জেলার টেকনাফসহ সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ও বাঁকখালী মোহনার আশপাশের পাথুরে ও প্যারাবন এলাকায় জোয়ার-ভাটার অন্তর্বর্তী স্থানে প্রচুর সিউইড পাওয়া যায়। মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় এলাকায় পরিচালিত চার বছরের গবেষণায় এ পর্যন্ত ১৪৩ প্রজাতির সিউইড চিহ্নিত ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৩ প্রজাতির সিউইড বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পাঁচটি নির্বাচিত সিউইড প্রজাতি পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করা হচ্ছে। শৈবালভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। শৈবাল চাষে খরচ কম কিন্তু আয় অনেক বেশি, যা বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের বিকল্প আয়ের বড় একটি উৎস হতে পারে সামুদ্রিক শৈবাল চাষ।

সিউইড চাষের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা থাকলেও এখনো আমাদের দেশে এটি নিয়ে তেমন জনসচেতনতা তৈরি হয়নি। আশার কথা, সিউইড জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয় সিউইড দিয়ে তৈরি পণ্যের মেলা। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএফআরআই) উদ্যোগে সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র এই মেলার আয়োজন করে। একই সঙ্গে কক্সবাজারের একটি অভিজাত হোটেলে সামুদ্রিক শৈবালজাত পণ্য উৎপাদন ও জনপ্রিয়করণ শীর্ষক একটি কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয়। সিউইডের উন্নয়নে এরই মধ্যে পটুয়াখালীতে একটি গবেষণাগার বসানো হয়েছে। এছাড়া উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সিউইড আহরণের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনোর পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এবারের মূল আয়োজনে রয়েছে বাংলাদেশে সিউইড চাষ ও এর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত।

প্রিয় পাঠক, বন্দরবার্তার এই সাফল্যের ভাগীদার তাই আপনিও। আমরা চাই এ দেশের মেরিটাইম-চর্চাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে। বৈচিত্র্যময় আঙ্গিকে, সমৃদ্ধ কলেবরে বন্দরবার্তার পথচলা বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতের বিকাশে আরও সহায়ক হবে–সেই প্রত্যাশা। সবাইকে শুভেচ্ছা।

জাফর আলম
সম্পাদক

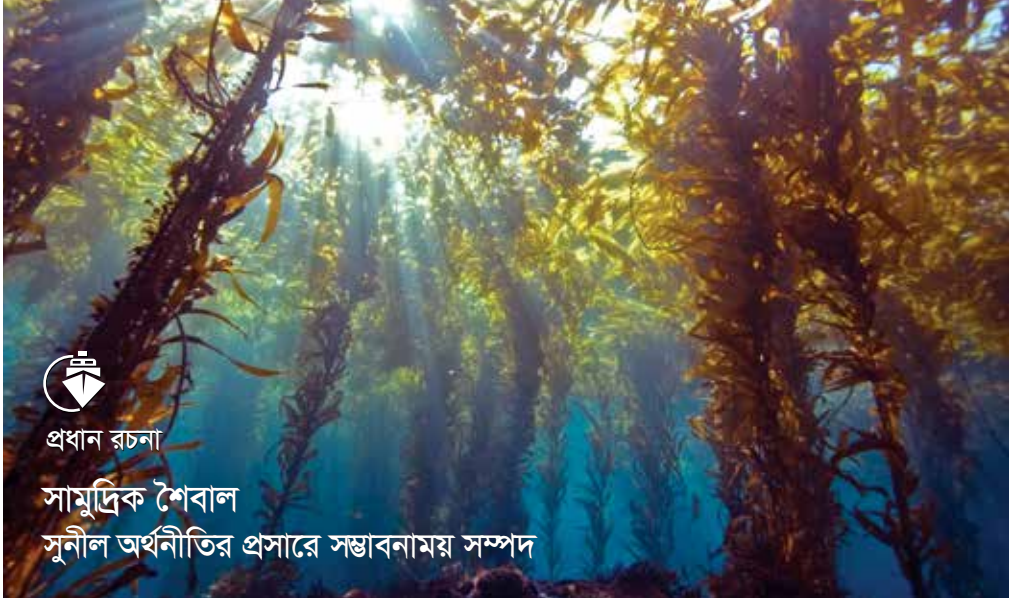

এ সংখ্যায় থাকছে

০৪

বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ একটি জলজ সম্পদ সিউইড বা সামুদ্রিক শৈবাল, পুষ্টিগুণের বিচারে যা অনন্য। বিভিন্ন দেশে খাদ্য ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এটি। প্রাচ্যে বিশেষ করে জাপান, চীন ও কোরিয়ায় দৈনন্দিন খাদ্যভাণ্ডারের একটি ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় উপাদান সিউইড। দারুণ বাণিজ্যিক সম্ভাবনাময় এই সামুদ্রিক সম্পদ আমাদের ব্লু ইকোনমিতে রাখতে পারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

সম্পাদকীয় ▪ ০২

মুখর বন্দর ▪ ১৯

- পায়রা বন্দরে একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর
- চট্টগ্রাম বন্দরে শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন
- বাংলাদেশের নৌপরিবহন খাতে সৌদি বিনিয়োগের আশ্বাস
- চট্টগ্রাম বন্দর ইতিমধ্যে রিজিওনাল শিপিং হাবে পরিণত হয়েছে
- বে টার্মিনালের ব্রেক ওয়াটারের নকশা প্রণয়নে পরামর্শক নিয়োগ
- নদী ও পরিবেশ সুরক্ষায় সমন্বিতভাবে কাজ করছে সরকার : নৌপ্রতিমন্ত্রী
- চলতি বছর ১৪১ কোটি টাকার ইলিশ রপ্তানি
- ইউরোপে পোশাক রপ্তানিতে চীনের পরেই বাংলাদেশ
- পণ্যের আমদানি মূল্য যাচাইয়ের নির্দেশ
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সরকার : প্রধানমন্ত্রী
- 'অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর' সুবিধা বাড়ানোর উদ্যোগ
- ব্রুনাইয়ের সাথে একটি চুক্তি ও তিনটি সমঝোতা স্মারক সই
- দক্ষ নাবিক তৈরিতে আরও ছয়টি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে সরকার

সংখ্যা এবং লেখচিত্র ▪ ২৩

বিশ্বের শীর্ষ ১০ কনটেইনার শিপিং কোম্পানি

খতিয়ান ▪ ২৩

বন্দরে কনটেইনার ওঠানামার তুলনামূলক মাসিক পরিসংখ্যান

আন্তর্জাতিক সংবাদ ▪ ১৩

- কার্বন নিরপেক্ষতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রুজিং খাত
- জাহাজ ভাঙা শিল্প : আরও বেশি ইয়ার্ডকে অনুমোদন দিতে ইইউর প্রতি আহ্বান বিমকোর
- উত্তরণের ধারায় তিন দশকের সর্বনিম্নে জলদস্যুতা
- এশিয়ায় জ্বালানি তেল আমদানি বেড়েছে
- দেড় বছরের বেশি সময় পর ভারতের রপ্তানিতে পতন
- আইএমওর কার্বন ইনটেনসিটি রুলসে কিছু পরিবর্তন আনার সুপারিশ
- তেল উত্তোলন কমাবে ওপেক প্লাস
- ড্রাই বাল্ক জাহাজের ভাড়া কমছে
- আর্কটিকের পানিতে অম্লত্ব বাড়ছে চারগুণ দ্রুত
- তিমি সুরক্ষায় উদ্যোগ নিয়েছে শিপিং খাত : আইসিএস
- দুটি বন্দরের সঙ্গে গ্রিন করিডোর গড়ে তুলবে গোথেনবার্গ
- সমুদ্রসীমানা নিয়ে ঐতিহাসিক চুক্তির দ্বারপ্রান্তে ইসরায়েল-লেবানন
- যুক্তরাষ্ট্রে পতনমুখী ভোক্তা চাহিদা ও আমদানি, সাপ্লাই চেইনের জট কাটার সম্ভাবনা

বন্দর বিচিত্রা ▪ ১৭

বন্দর পরিচিতি : *গোয়াদর বন্দর*
গ্রন্থ পরিচিতি : *শিপব্রেকিং ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ : আ রিকুইয়েম ফর এনভায়রনমেন্টাল জাস্টিস ফ্রম দ্য পারসপেক্টিভ অব বাংলাদেশ*
মেরিটাইম ফ্যাক্ট : *ব্রেকওয়াটার*
মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব : *হুয়ান সেবাস্তিয়ান এলকানো*
মেরিটাইম ইভেন্টস : *মেরিটাইম বিষয়ক নানা আয়োজনের সূচি*

০৯

বিশেষ সাক্ষাৎকার

নৌপরিবহন সচিব মো. মোস্তফা কামাল

গত এক দশকে নৌপরিবহনের কার্যপরিধি অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে

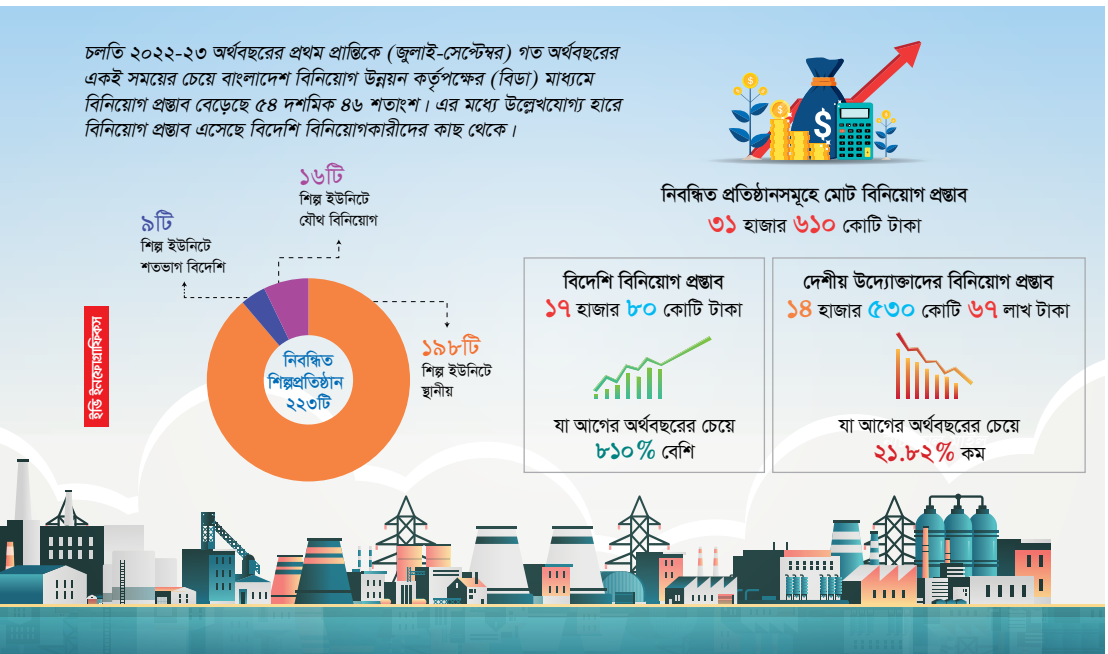

আমরা সমুদ্রবন্দরগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করছি। কোস্টাল শিপিংকে কার্যকর করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখাসহ ব্লু ইকোনমিকে সামনে রেখে দ্বিপক্ষীয় এবং আঞ্চলিক সমঝোতা স্মারক, চুক্তি ও প্রোটকলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্য সম্প্রসারণের কাজও আমরা অব্যাহত রেখেছি। ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বাড়ানো হচ্ছে নদীর নাব্যতা। পাশাপাশি বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ব্লু ইকোনমি সেল গঠিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত প্রয়াসে সুনীল অর্থনীতির সর্বোচ্চ ব্যবহারে আমরা সমর্থ হব বলে আশা করছি।

১৫

আন্তর্জাতিক সংবাদ

২০২৩ সালে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি কমবে

বিশ্বব্যাপী জ্বালানি মূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ক্রমাগত সুদের হার বৃদ্ধি, করোনা মহামারির কারণে চীনের উৎপাদন খাতে অনিশ্চয়তা ইত্যাদি কারণে আগামী বছর বিশ্ব বাণিজ্য গতি কিছুটা কমে যাবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)। সংস্থাটির ধারণা, ২০২৩ সালে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ১ শতাংশ, যেখানে চলতি বছর ৩ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির ধারণা করা হচ্ছে। বাণিজ্যের গতি শ্লথ হওয়ার পেছনে যুদ্ধের কারণে উচ্চ জ্বালানি মূল্যসহ কয়েকটি কারণ খুঁজে পেয়েছে ডব্লিউটিও। বর্তমানে বৈশ্বিক অর্থনীতি বহুমুখী সংকটের মুখোমুখি হয়েছে।

১৯

বিনিয়োগ প্রস্তাব বেড়েছে ৫৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রস্তাব বেড়েছে ৫৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে।

খাদ্য ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার রয়েছে সিউইডের, রয়েছে অনেকগুলো পুষ্টি উপাদান

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের বালি, পাথর, শিলা ও কর্দমাক্ত ভেজামাটি সামুদ্রিক শৈবাল চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত

সামুদ্রিক শৈবাল
সুনীল অর্থনীতির প্রসারে সম্ভাবনাময় সম্পদ

নাম যে সবসময় গুণের পরিচায়ক হয় না, তার উৎকৃষ্ট একটি উদাহরণ হলো সিউইড। আভিধানিক অর্থে সামুদ্রিক আগাছা হলেও এটি অকেজো কিছু নয়। বরং দারুণ বাণিজ্যিক সম্ভাবনাময় একটি সামুদ্রিক সম্পদ এই সিউইড। খাদ্য, কৃষি থেকে শুরু করে প্রসাধনী–বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার রয়েছে এর। বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর কাছে সমাদৃত হলেও বাণিজ্যিকভাবে এর ব্যবহার সম্ভাবনা অনুযায়ী বিকশিত হতে পারেনি।

বন্দরবার্তা ডেস্ক

বিপুল সম্পদের ভাণ্ডার পৃথিবীর সাগর-মহাসাগরগুলো। এর অনেক সম্পদই এখনও অনুদ্ঘাটিত ও অনাহরিত রয়ে গেছে। কিছু সম্পদ কয়েকশ বছর ধরে স্থানীয়ভাবে ব্যবহৃত হলেও বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্ব পেয়েছে সাম্প্রতিককালে। এমনই এক সামুদ্রিক সম্পদ হলো সিউইড বা সামুদ্রিক শৈবাল। আভিধানিক অর্থে সামুদ্রিক আগাছা হলেও এটি অন্যান্য আগাছার মতো মোটেও অকেজো নয়। বরং বহুমুখী বাণিজ্যিক সম্ভাবনা রয়েছে এর।

বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ একটি জলজ সম্পদ এই সিউইড, পুষ্টিগুণের বিচারে যা অনন্য। বিভিন্ন দেশে খাদ্য ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে এটি। প্রাচ্যে বিশেষ করে জাপান, চীন ও কোরিয়ায় দৈনন্দিন খাদ্যভাণ্ডারের একটি ঐতিহ্যবাহী ও জনপ্রিয় উপাদান সিউইড। দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও ইউরোপেও এর ব্যবহার বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বিশাল উপকূলীয় এলাকা সিউইড চাষের জন্য উপযুক্ত। দেশের ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্রসৈকত ও ২৫ হাজার বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চলের বালি, পাথর, শিলা ও কর্দমাক্ত ভেজামাটি সিউইড চাষের জন্য খুবই উপযুক্ত। বিশেষ করে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও বাগেরহাট জেলার উপকূলীয় অঞ্চলগুলো সামুদ্রিক শৈবাল চাষের জন্য খুবই সম্ভাবনাময়। এছাড়া সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ এলাকা শৈবাল চাষের সবচেয়ে উপযুক্ত, যেখানে পরিকল্পিত ও বাণিজ্যিকভাবে সামুদ্রিক শৈবাল চাষ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারের সমুদ্র অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সিউইডকে সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক ফসল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

শৈবালভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। প্রাকৃতিকভাবেই উপকূলীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক শৈবাল চাষের জন্য বিপুল পরিমাণ খালি জমি রয়েছে। শৈবাল চাষে খরচ কম কিন্তু আয় অনেক বেশি, যা বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান তৈরিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা বেশির ভাগই মৎস্য আহরণ, বিপণন ও মৎস্য সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাদের বিকল্প আয়ের বড় একটি উৎস হতে পারে সামুদ্রিক শৈবাল চাষ। এছাড়া দেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোয় বাণিজ্যিকভাবে শৈবাল চাষ করা হলে একদিকে যেমন প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা হবে, অন্যদিকে হাজারো নারী-পুরুষের কর্মসংস্থানসহ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ তৈরি হবে।

আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্র বিজয়ের পর বিপুল পরিমাণ সমুদ্রসীমা বাংলাদেশের অধীনে আসায় সরকার ব্লু ইকোনমির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সমুদ্রসম্পদকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সুনীল অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠতে পারে সিউইড বা সামুদ্রিক শৈবাল। তাই সরকারের পাশাপাশি দেশি-বিদেশি বিভিন্ন এনজিও ও উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

সিউইড কী?

সিউইড আদতে হলো সামুদ্রিক শৈবাল বা মেরিন ম্যাক্রোঅ্যালজি। এটি সালোকসংশ্লেষণকারী ফুলবিহীন উদ্ভিদ, যার কোনো শিকড়, ডালপালা ও পাতা নেই; সাগরের তলদেশে জন্মায়, যার জন্য কিছু ভিত্তির প্রয়োজন হয়। সাধারণত বড় পাথর, প্রবাল, শামুক-ঝিনুক-পলিকীটের খোসা, প্যারাবনের গাছ-শিকড়, শক্ত মাটি কিংবা অন্য যেকোনো শক্ত বস্তুর ওপর সিউইড জন্মে।

এটি প্রধানত তিন ধরনের হয়–বাদামি, লাল ও সবুজ অ্যালজি। মোট যে পরিমাণ সিউইড খাদ্য হিসেবে সমাদৃত, তার মধ্যে ৬৬ শতাংশ বাদামি অ্যালজি, ৩৩ শতাংশ লাল অ্যালজি ও ১ শতাংশ সবুজ অ্যালজি। মানবখাদ্য হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও ডেইরি, ওষুধ, টেক্সটাইল ও কাগজ শিল্পে সিউইড আগার কিংবা জেলজাতীয় দ্রব্য তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া জমিতে সার, প্রাণিখাদ্য ও লবণ উৎপাদনেও সিউইড ব্যবহার করা হয়। সিউইডে প্রচুর পরিমাণে খনিজ দ্রব্য বিদ্যমান থাকায় খাদ্যে অনুপুষ্টি হিসেবে এর ব্যবহার গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

সামুদ্রিক শৈবালে রয়েছে প্রোটিন, ভিটামিন, লৌহ, স্নেহ, শর্করা, বিটা ক্যারোটিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সালফার, কপার, জিংক, কোবাল্ট, আয়োডিন ইত্যাদি। ভিটামিন বি১, বি২, বি৩, বি৬, কে ও ডি-এর বড় একটি উৎস হতে পারে সিউইড। লাল ও বাদামি বর্ণের সিউইডে থাকা ক্যারোটিন মানবদেহে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। ডায়রিয়া ও টিউমার বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে এটি। সিউইডে বিদ্যমান ক্যারাজিনান মানবদেহের উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সহায়তা করে। স্পিরুলিনা শৈবাল দেহের হজমশক্তি বৃদ্ধি, রোগজীবাণু থেকে রক্ষা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যা এইডস প্রতিরোধে সহায়ক। সামুদ্রিক শৈবাল থেকে 'সি হুড মিল্কশেক' তৈরি করা হয়, যা নাশতা ও ভাতের বিপরীতে খাওয়া যায়।

১৬৪০ সালের দিকে টোকিও উপসাগরে সর্বপ্রথম সিউইডের চাষ শুরু হয়েছিল। আর বাণিজ্যিকভাবে প্রথম সামুদ্রিক শৈবাল চাষ শুরু হয় ১৯৪০ সালে। বিশ্বব্যাপী ব্যাপক চাহিদার কারণে ১৯৭০ দশকের শুরুর দিকে সামুদ্রিক শৈবাল চাষে ব্যাপক বিপ্লব ঘটে। বর্তমানে বৈশ্বিকভাবে অ্যাকোয়াকালচার খাতে যে শিল্পটির প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি, সেটি হলো সিউইড চাষ। এর বৈশ্বিক বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৩ হাজার ৩০০ কোটি টন, যার বাজারমূল্য প্রায় ১ হাজার ১৮০ কোটি ডলার। এই উৎপাদন সামনের বছরগুলোয় আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (এফএও) তথ্য অনুসারে, সিউইড উৎপাদনকারী শীর্ষ পাঁচ দেশ চীন, ইন্দোনেশিয়া, কোরিয়া, ফিলিপাইন ও জাপান মোট বৈশ্বিক উৎপাদনের সিংহভাগ করে। চীন একাই মোট বৈশ্বিক চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশ উৎপাদন করে।

জাপানের জিডিপির ২১ শতাংশ আসে সামুদ্রিক শৈবাল ও এ থেকে উৎপাদিত সামগ্রী রপ্তানি থেকে। চীনের জিডিপির গড়ে ১৪-১৫ শতাংশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার গড়ে ৮-১০ শতাংশ আসে এ খাত থেকে।

সম্ভাবনাময় সমুদ্রসম্পদ

গলগণ্ড রোগের কথা আমরা সবাই জানি। বাংলাদেশের ১০ লাখের বেশি মানুষ এই রোগে ভুগছে। গলগণ্ড রোগের প্রধান কারণ হলো আয়োডিনের ঘাটতি। এই ঘাটতি মোকাবিলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সিউইড। অধিকাংশ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবালে সমুদ্রের পানির চেয়ে বেশি আয়োডিন রয়েছে, যা ওষুধ বা লবণের চেয়েও সমৃদ্ধ বিকল্প হতে পারে।

সিউইডে দুধের চেয়ে ১০ গুণ বেশি ক্যালসিয়াম রয়েছে, যা শরীরে সহজে হজমযোগ্য। চীন ও জাপানে জনগণের খাদ্যাভ্যাসে শৈবাল রাখায় ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেক কম। এছাড়া সার উৎপাদন, সমুদ্রের দূষণ প্রতিরোধেও এটি ভূমিকা রাখে। সিউইডের পাঁচটি প্রজাতি থেকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারযোগ্য বায়োফুয়েল, বায়োইথানল, বায়োহাইড্রোকার্বন, বায়োহাইড্রোজেন উৎপাদন করা যায়। সিউইডের উচ্ছিষ্টাংশ থেকে বয়োগ্যাস তৈরি করা হয়। এছাড়া জৈবসারও তৈরি করা যায়। যুক্তরাজ্যের গবেষকদের মতে, আগামীতে বৈশ্বিক জ্বালানি চাহিদার ৮০ শতাংশ সামুদ্রিক শৈবাল থেকে পূরণ হবে।

বাংলাদেশে সিউইডের ব্যবহার ও গবেষণা

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে কক্সবাজার জেলার টেকনাফসহ সেন্ট মার্টিন দ্বীপ ও বাঁকখালী মোহনার আশপাশের পাথুরে ও প্যারাবন এলাকায় জোয়ার-ভাটার অন্তর্বর্তী স্থানে প্রচুর সিউইড পাওয়া যায়। সেন্ট মার্টিন দ্বীপে প্রায় ১৪০ ধরনের ও বাঁকখালী-মহেশখালী চ্যানেলের মোহনায় পাঁচ ধরনের এবং প্যারাবন এলাকায় ১০ ধরনের সিউইড পাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। কক্সবাজার ও পার্বত্য অঞ্চলের রাখাইন ও অন্যান্য উপজাতীয় জনগোষ্ঠী সালাদ ও চাটনি হিসেবে সিউইড খেয়ে থাকে। স্থানীয় ভাষায় সিউইড 'হেজালা' নামে পরিচিত। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে সিউইড উৎপাদনের তথ্য পাওয়া যায় না।

বাংলাদেশের উপকূলীয় প্রায় ৩ কোটি মানুষের অধিকাংশই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের সঙ্গে জড়িত। এদেশে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা পূরণে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশের উপকূলীয় ৫০ মিটার গভীরতায় মহীসোপান অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৩৭ হাজার বর্গকিলোমিটার। এ বিশাল সমুদ্র জলসীমা অত্যন্ত উর্বর। সেখানে রয়েছে মৎস্যসম্পদসহ প্রচুর সামুদ্রিক সম্পদ। এসব সামুদ্রিক সম্পদ নবায়নযোগ্য হওয়ায় টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় অনন্তকাল পর্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব। এই প্রেক্ষাপটে এশিয়ার অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের উপকূলে সিউইড চাষের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

বাংলাদেশে সিউইড বা সামুদ্রিক শৈবাল নিয়ে সর্বপ্রথম গবেষণা, বিশেষত সমুদ্র উপকূলে শৈবাল চাষ প্রযুক্তি নিয়ে কাজ শুরু হয় ২০০৭ সালে; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. জাফরের হাত ধরে। এছাড়া বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র ২০১২ সাল থেকে সিউইড নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

এর আগে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে সামুদ্রিক শৈবাল নিয়ে গবেষণা পরিচালিত হলেও ইনস্টিটিউটের গবেষক দল নতুন করে কক্সবাজার সদর উপজেলার বাঁকখালী-মহেশখালী চ্যানেলের মোহনায় নুনিয়ারছড়া থেকে নাজিরারটেক পর্যন্ত সৈকত-সংলগ্ন জোয়ার-ভাটা এলাকা ও মহেশখালী দ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় সিউইডের প্রাকৃতিক উৎপাদন ক্ষেত্র শনাক্ত করেছে।

প্রাপ্যতা ও স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে মানানসই প্রজাতিগুলোর পুষ্টিমান যাচাই ও বাণিজ্যিক গুরুত্বের আলোকে খাদ্য উপাদান হিসেবে সিউইড ব্যবহারের লক্ষ্যে কাজ করছে ইনস্টিটিউট। বিজ্ঞানীরা সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, বাঁকখালী মোহনা ও টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপ, শাপলাপুর থেকে অর্ধশতাধিক সিউইডের নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে সংরক্ষণ করেছেন। এসব সামুদ্রিক শৈবালের মধ্যে প্রায় ১০টি প্রজাতি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বসম্পন্ন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর মধ্যে সাগর পাতা, সাগর আঙুর, সাগর সেমাই, সাগর ঘাস, সাগর ঝুমকা, জিলাপি শেওলা, শৈবালমূল লতা ও লাল-পাতা অন্যতম।

সেই সঙ্গে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পাঁচটি নির্বাচিত সিউইড প্রজাতি পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করা হচ্ছে। নারকেলের রশি ও নাইলনের মাছ ধরার জাল ব্যবহার করে হরাইজন্টাল নেট পদ্ধতিতে সিউইড চাষপ্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রজাতিভেদে তিন-চার মাসে প্রতি বর্গমিটার জালে কাঁচা শৈবালের উৎপাদন হয় ৩০-৮০ কেজি। চাষকৃত স্থানে জালের ভিত্তি স্থাপন করার এক মাস পর থেকে প্রতি মাসে একবার সিউইড আংশিক আহরণ করলে বেশি উৎপাদন পাওয়া সম্ভব।

সাগরের প্রবল ঢেউ ও স্রোতের প্রভাবমুক্ত, দূষণমুক্ত পানি এবং জন-উপদ্রব কম এমন উপকূলীয় লেগুন বা আশ্রয়যুক্ত স্থান সিউইড চাষের জন্য উপযুক্ত। আমাদের জলবায়ুতে স্থানভেদে নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস সিউইড চাষ করা যেতে পারে। তবে সামুদ্রিক শৈবাল চাষের সর্বোচ্চ অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান থাকে জানুয়ারি থেকে মার্চ–এই তিন মাস। সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের পাশাপাশি কোস্ট ট্রাস্ট নামে বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠান স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে সিউইড চাষে সফলতা পেয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (এফএও) পরিচালিত একটি যৌথ গবেষণা অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি বছর ৪৭ হাজার ৭৭৫ কিলোগ্রাম সিউইড খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ১১ হাজার ৭০০ কিলোগ্রাম সার, ১৩ হাজার ৬৫০ কিলোগ্রাম কসমেটিকস এবং ২৪ হাজার ৩৭৫ কিলোগ্রাম ওষুধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। এই গবেষণায় আরও বলা হয়, নিকট ভবিষ্যতে সিউইড বাংলাদেশের সমুদ্র অর্থনীতিতে ৫ কোটি ৫৮ লাখ ৭০ হাজার টাকা যোগ করতে পারে।

উপরোক্ত সারণি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সামুদ্রিক শৈবাল প্রচুর পরিমাণে অনুপুষ্টিসম্পন্ন। নির্বাচিত সব সামুদ্রিক শৈবালেই প্রচুর পরিমাণে

সিউইডের বৈশ্বিক বার্ষিক উৎপাদন প্রায়
৩ হাজার ৩০০ কোটি টন, বাজারমূল্য
১ হাজার ১৮০ কোটি ডলার

দেশে বর্তমানে সিউইড উৎপাদন
হচ্ছে প্রায় পাঁচ হাজার টন

কক্সবাজার উপকূলে উৎপাদিত ছয়টি প্রজাতির সিউইডের মধ্যে চারটির সাধারণ পুষ্টিমান নিচে দেওয়া হলো :

	সাগর সেমাই	সাগর ঝুমকা	সাগর আঙুর	সাগর ঘাস
আর্দ্রতা	১৭.৪৫	১৫.৬৮	১৬.৩৬	২১.০৯
খনিজ দ্রব্য	৩.৯৬	২৭.৯৫	৯.৯০	১২.৯৪
আমিষ	২২.৩১	১২.২৯	২২.২৫	৮.১৯
তেল	০.৭৮	০.৯৮	২.৬৫	০.৮৩
আঁশ	৪.১০	৬.৮০	৪.৮০	৫.২০
শর্করা	৫১.৪০	৩৬.৩০	৪৪.০৪	৫১.৭৫

ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম ও লৌহ বিদ্যমান। বিভিন্ন মাছে যে পরিমাণ বিভিন্ন অনুপুষ্টি পাওয়া যায় (৫০-১ হাজার ৪০০ পিপিএম), সিউইডে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি অনুপুষ্টি বিদ্যমান। এটি আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

কী কাজে লাগে

সিউইড বিশ্বব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ জলজ সম্পদ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খাদ্য ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে এটি। সামুদ্রিক শৈবাল মানবদেহের প্রোটিনের ঘাটতি পূরণ করে। এছাড়া জমিতে সার, প্রাণিখাদ্য ও লবণ উৎপাদনেও সিউইড ব্যবহার করা যায়।

খাবার হিসেবে বাংলাদেশে সিউইড বা সামুদ্রিক শৈবালের চাহিদা খুব বেশি না থাকলেও বিশ্বজুড়ে রয়েছে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা। তিন ধরনের সিউইডের মধ্যে সবুজটি খাবার হিসেবে গ্রহণ করা হয়। লালটি হাইড্রোকলয়েড উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। আর বাদামি সিউইড খাবার ও হাইড্রোকলয়েড উৎপাদন দুই কাজেই ব্যবহার হয়ে থাকে।

সামুদ্রিক আঙুর নামে পরিচিত সিউইড ভালোভাবে পরিষ্কার করে তাজা অবস্থায় সালাদ হিসেবে খাওয়া যায়। আমাদের খাদ্যকে সামুদ্রিক শৈবালসমৃদ্ধ করার জন্য হিপনিয়া প্রজাতিটি ব্যবহার করা হচ্ছে। যেকোনো খাদ্যে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে অল্প পরিমাণে হিপনিয়ার পাউডার বা সিদ্ধ করা তরল সামুদ্রিক শৈবালের সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করে খাদ্য উপাদানের পুষ্টিমান কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়, সে বিষয়ে গবেষণা চলছে। প্রাথমিকভাবে সামুদ্রিক শৈবালসমৃদ্ধ খাবারের আইটেমগুলো হলো–সালাদ, স্যুপ, আচার, পিঠা, চানাচুর, জেলি, সস ইত্যাদি।

সিউইড কেবল খাদ্য বা শিল্পে কাঁচামাল হিসেবেই নয়, বরং ডেকরেশন আইটেম হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। সিউইড বা সামুদ্রিক শৈবাল চাষের প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উপকূলীয় জলাশয় চাষের আওতায় আনা সম্ভব। এতে দরিদ্র জনসাধারণের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটবে। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা পূরণে সিউইড খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা যেতে পারে।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক সম্ভাবনা

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক গবেষণায় একচ্ছত্র সমুদ্র এলাকায় ২২০ প্রজাতির সিউইড পাওয়ার কথা জানা গেছে। এদিকে ২০১৮ সাল থেকে সিউইড নিয়ে গবেষণা করা মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় এলাকায় পরিচালিত চার বছরের গবেষণায় এ পর্যন্ত ১৪৩ প্রজাতির সিউইড চিহ্নিত ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৩ প্রজাতির সিউইড বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে সরকারি গবেষণা প্রকল্পে দেখা গেছে। এই ২৩ প্রজাতির মধ্যে ১৮টি রপ্তানিযোগ্য ও বাণিজ্যিকভিত্তিতে লাভজনক হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

সমুদ্রসীমা জয় করা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক বিরাট ভূমিকা রাখতে যাচ্ছে সিউইড বা সামুদ্রিক শৈবাল। এরই মধ্যে সিউইড চাষে সাফল্য দেখেছি আমরা। দেশে বর্তমানে সিউইড উৎপাদন হচ্ছে প্রায় পাঁচ হাজার টন। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও দেখা গেছে, বাংলাদেশের জলসীমার সিউইড মানের দিক দিয়ে বিশ্বে অন্যতম সেরা। ফলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্ববাজারেও সিউইড রপ্তানির ভালো সুযোগ রয়েছে।

মাছের চেয়ে বেশি পুষ্টিগুণ রয়েছে সিউইডে। ফলে এটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখতে পারে। সিউইড আহরণ ইলিশ আহরণের মতো আরেকটি বিপ্লব ঘটাবে বলে সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা।

বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি উদ্যোগে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, কুয়াকাটাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে সামুদ্রিক শৈবালের চাষ হচ্ছে। পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে চলতি বছরের জানুয়ারিতে প্রথমবারের মতো সিউইড চাষ শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ সিউইড গ্রোয়ারস অ্যান্ড এক্সপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশন কক্সবাজারের পক্ষ থেকে ১০ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে রশি ও সিউইড বীজ সরবরাহের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে এই কার্যক্রম শুরু হয়। এই কৃষকরা সিউইড চাষে সাফল্য পেলে পরবর্তীতে বাণিজ্যিকভাবে কুয়াকাটায় সিউইড চাষ হবে বলে উদ্যোক্তারা জানান। তারা আরও জানান, কক্সবাজারে এরই মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে সিউইড চাষ হচ্ছে। কুয়াকাটাতেও এর বাণিজ্যিক চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। কুয়াকাটার মাটি ও পানি পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, কক্সবাজারের চেয়ে এখানে সিউইড আরও ভালো জন্মাবে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয় সিউইড দিয়ে তৈরি পণ্যের মেলা। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিএফআরআই) উদ্যোগে সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র এই মেলার

দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে পারে সিউইড। বর্তমানে সরকারি উদ্যোগে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, কুয়াকাটাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে এর চাষ সম্প্রসারিত হচ্ছে

আয়োজন করে। দেশে সিউইড দিয়ে তৈরি পণ্যের মেলা আয়োজন এই প্রথম। একই সঙ্গে কক্সবাজারের একটি অভিজাত হোটেলে সামুদ্রিক শৈবালজাত পণ্য উৎপাদন ও জনপ্রিয়করণ শীর্ষক একটি কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয়।

রয়েছে কিছু চ্যালেঞ্জ

বৈশ্বিকভাবে সিউইড চাষ খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হলেও বাংলাদেশে এটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়েই রয়েছে। দেশে সিউইড চাষ ও বিপণনের ক্ষেত্রে বড় যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তার মধ্যে বিরূপ মৌসুমি জলবায়ু অন্যতম। মাঝেমধ্যেই দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে হানা দেয় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, যার কারণে সিউইড চাষ ব্যাহত হতে পারে।

এছাড়া দেশে সনাতন পদ্ধতিতে যেভাবে সিউইড চাষ করা হয়, সেটিও উৎপাদন কম হওয়ার অন্যতম কারণ। আরেকটি বিষয়, বাণিজ্যিকভাবে সিউইড চাষ যেহেতু অনেকের কাছে নতুন, সেহেতু এর কারিগরি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করা প্রয়োজন। তা না হলে এই খাত থেকে দীর্ঘমেয়াদি ও সর্বোচ্চ সুফল পাওয়া সম্ভব হবে না।

যেকোনো কৃষিজ পণ্যের জন্যই বড় একটি চ্যালেঞ্জ হলো ন্যায্য বাজারমূল্য নিশ্চিত করা। নতুন কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে এই কথা আরও বেশি প্রযোজ্য। সিউইড চাষ করে লাভবান না হলে চাষিরা একসময় আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন। এজন্য পর্যাপ্ত বাজার ও ন্যায্য বাজারমূল্য নিশ্চিত করা খুবই জরুরি। একই সঙ্গে সাপ্লাই চেইনের অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাগুলোও দূর করতে হবে। দেশের বাজারে যেন সামুদ্রিক শৈবাল ও এটি থেকে উৎপাদিত অন্যান্য পণ্যের চাহিদা তৈরি হয়, সেজন্য জনসচেতনতা বাড়ানোও একটি বড় চ্যালেঞ্জ বটে। এছাড়া ভ্যালু অ্যাড করে এই পণ্যকে কীভাবে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, সেদিকেও নজর দিতে হবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ভালো ফসলের জন্য প্রয়োজন গুণগত মানসম্পন্ন বীজ। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। সিউইড চাষে সফল হতে হলে এবং আন্তর্জাতিক বাজার ধরতে গেলে আমাদের খুব দ্রুত বীজভাণ্ডার গড়ে তুলতে হবে।

প্রয়োজন নীতিগত সহায়তা

সমুদ্র যেমন বিপুল সম্পদের ভাণ্ডার, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ প্রাণবৈচিত্র্যের আধারও বটে। এজন্য সমুদ্রকেন্দ্রিক যেকোনো অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ করা খুবই জরুরি। সঠিক ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির অভাবে বিশ্বের অনেক অঞ্চলেই মৎস্যসম্পদ বিলুপ্ত হতে দেখা গেছে। যার ফলে মৎস্যজীবীদেরও তাদের আয়ের সংস্থান হারাতে হয়েছে।

বে অব বেঙ্গল লার্জ ইকোসিস্টেম (বিওবিএলআইএমই) প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশে সামুদ্রিক সংরক্ষিত অঞ্চল (এমপিএ) চিহ্নিতকরণ ও এর ব্যবস্থাপনা নিয়ে এরই মধ্যে একটি ন্যাশনাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের অধীনে বঙ্গোপসাগরে ৪৭টি সম্ভাব্য সংরক্ষিত অঞ্চল চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে বঙ্গোপসাগরে দুটি জায়গাকে সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণাও দিয়েছে। এসবকিছুর মূল উদ্দেশ্য হলো বঙ্গোপসাগরের বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিকতা রক্ষা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এই পরিকল্পনায় সিউইড উৎপাদনের টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে।

১৯৮৩ সালে শখের বশে শুরু করলেও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সিউইড চাষে সাফল্য দেখিয়েছেন কক্সবাজারের জাহানারা ইসলাম। বাংলাদেশে সামুদ্রিক শৈবাল চাষের পথিকৃৎ এই নারী উদ্যোক্তা একসময় চাকরি করেছেন কৃষি বিভাগে

নতুন একটি শিল্প খাত হিসেবে সিউইড উৎপাদনে আগামী অন্তত দুই দশকে শূন্য অথবা নিম্নতর হারে কর আরোপের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে। এতে করে সামুদ্রিক শৈবালচাষি থেকে শুরু করে বাজারজাতকারী ও ক্রেতারা পণ্যটির সরবরাহ ও ব্যবহার বাড়াতে উৎসাহী হবেন। এছাড়া সিউইডের উৎপাদন বাড়াতে যত ধরনের গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে, সরকারিভাবে তার ব্যবস্থা করা হলে এই খাতের সংশ্লিষ্টরা বিশেষভাবে উৎসাহ ও প্রণোদনা পাবেন।

আশার কথা হলো, সিউইডের উন্নয়নে সরকার এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এরই মধ্যে পটুয়াখালীতে একটি গবেষণাগার বসানো হয়েছে। এছাড়া উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সিউইড আহরণের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনোর পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

নারী পথিকৃৎ

বাংলাদেশে প্রথম বাণিজ্যিকভাবে সিউইড চাষ করেন কক্সবাজারের বাসিন্দা জাহানারা ইসলাম। একসময় সরকারের কৃষি বিভাগে চাকরি করা জাহানারা ইসলাম ১৯৮৩ সালে শখের বশে সৈকত থেকে সিউইড কুড়িয়ে এনে বাড়িতে পাথর ও বেলে মাটিতে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তখনও তিনি এর কার্যকারিতা সম্পর্কে পুরোপুরি জানতেন না। এ বিষয়ে জেনেছিলেন প্রায় এক দশক পর এক জাপানি গবেষক দলের কাছ থেকে। এছাড়া নিজের আগ্রহে সিউইড এর চাষপদ্ধতি ও বিভিন্ন প্রজাতি সম্পর্কে জানার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়েছেন তিনি। এখন তিনি সিউইড ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি করেন।

জাহানারা ইসলাম সিউইড ব্যবহার করে ১২৮ রকমের খাবার তৈরি করেছেন। সেগুলো দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি হয়। এছাড়া বিভিন্ন উদ্যোক্তা ও সৃজনশীল মেলাতেও সেগুলো প্রদর্শিত ও বিক্রি হয়। তিনি সিউইডকে চুলায় জ্বাল দিয়ে নির্যাস বের করেন। তখন সেটি সিরকা বা সয়া সসের মতো একেকটা উপাদান হয়। যেকোনো খাবারে সেটা পরিমাণমতো দিলে খাবারের স্বাদ বদলে যায়। এই নির্যাস দিলে অন্য মসলাও কম লাগে।

অর্গানিক চাষাবাদের নতুন সম্ভাবনা সিউইড ইমালশন

বিশ্বের সাগর-মহাসাগরে যত সম্পদভাণ্ডার রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো সিউইড। সামুদ্রিক শৈবাল থেকে তৈরি হচ্ছে সিউইড ইমালশন, যার ফলে চাষাবাদে যুক্ত হয়েছে নতুন এক মাত্রা। তৈরি হয়েছে অর্গানিক চাষাবাদের নতুন উজ্জ্বল সম্ভাবনা।

সাধারণত আগাছা জিনিসটা ফেলনা অথবা তুচ্ছ শব্দের সাথে বেশি সঙ্গতিপূর্ণ হলেও 'সামুদ্রিক আগাছা' এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। কারণ সিউইড মোটেও ফেলনা নয়। বরং এটি থেকে তৈরি ইমালশন বা নির্যাসের উদ্ভিদের বৃদ্ধি-সহায়ক উপাদান হিসেবে কার্যকারিতা এরই মধ্যে প্রমাণিত। এই সিউইড ইমালশন সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও দূষণমুক্ত, যাতে রয়েছে উদ্ভিদের জন্য অপরিহার্য সকল গৌণ উপাদান, প্রায় ৭০টি মিনারেল, ভিটামিন, প্রাকৃতিক বৃদ্ধিকারক হরমোন ও এনজাইম। শুষ্ক অবস্থায় এতে ১ দশমিক ২ শতাংশ নাইট্রোজেন, শূন্য দশমিক ২ থেকে ১ দশমিক ৩ শতাংশ ফসফরাস এবং ২ দশমিক ৮ থেকে ১০ শতাংশ পটাশিয়াম বিদ্যমান। ফলে এর ব্যবহারে মাটির স্বাস্থ্য দিন দিন উর্বর থেকে উর্বরতর হতে থাকে এবং নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাক্টেরিয়ার বৃদ্ধি সুসংহত হয়।

উদ্ভিদের সুস্বাস্থ্য ও বৃদ্ধিতে সিউইড ইমালশন যেভাবে ভূমিকা রাখে–

- মুকুল আসার প্রারম্ভে এটি ব্যবহার করলে উদ্ভিদে পর্যাপ্ত মুকুল আসা ত্বরান্বিত হয়।

মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৪৩ প্রজাতির সিউইড চিহ্নিত ও সংরক্ষণ করেছে, এর মধ্যে ২৩ প্রজাতি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ

সিউইড থেকে তৈরি ইমালশন বা নির্যাস উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যা অর্গানিক চাষাবাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে

বাংলাদেশে পাওয়া বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সিউইডের কয়েকটি প্রজাতি

সাগর পাতা

সাগর আঙুর

সাগর সেমাই

সাগর ঘাস

সাগর ঝুমকা

জিলাপি শেওলা

- ফসল কাটার ১০ দিন আগে সিউইড ইমালশন প্রয়োগ করলে, এটি ফল ও শাকসবজির জৈবিক শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- গাছ থেকে ফুল তোলার ১-২ দিন আগে তরল সিউইড ইমালশন প্রয়োগ করলে ফুলের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- বীজ বপনের পূর্বে তরল সিউইড ইমালশনে ডুবিয়ে নিলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও মূলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।
- এর ব্যবহারে উদ্ভিদের পুষ্টিশোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
- সিউইড ইমালশন দিয়ে মাটি তৈরি করলে তা স্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী ও অধিক রোগমুক্ত চারা উৎপাদনে সহায়তা করে।
- এটি উদ্ভিদের সতেজতা বৃদ্ধি, ফুল-ফল ও সবজির রোগবালাই এবং পোকামাকড় প্রতিরোধে সহায়তা করে।
- এতে বিদ্যমান এলগিনেটসমূহ মূলের পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ায় এবং জিরানিয়াম উদ্ভিদে প্রচুর ফুল আসতে সাহায্য করে।
- সিউইড ইমালশনে রয়েছে অক্সিন, জিবেরেলিন, সাইটোকাইনিন ও বিটেইন হরমোন। অক্সিন মূলত উদ্ভিদের বৃদ্ধির গতি নিয়ন্ত্রণ করে।
- সাইটোকাইনিন উদ্ভিদের পাতায় পুষ্টি সরবরাহ করে এবং বিটেইন শুষ্ক পরিবেশে উদ্ভিদের পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

অতি অল্প পরিশ্রমে, স্বল্প সময়ে ও ঝামেলাবিহীনভাবে বাড়িতেই তৈরি করা যায় সিউইড ইমালশন। ল্যামিনারিয়ালিস বা কেল্প শৈবাল ইমালশন তৈরির ক্ষেত্রে বেশ উপযোগী কারণ এটি অতি সহজেই ভেঙে যায়। ইমালশন তৈরির জন্য সিউইড সংগ্রহ করে সেগুলো থেকে বালি কিংবা অন্যান্য আবর্জনা অপসারণ করতে হবে। কারণ এসব আবর্জনা খুব বেশি পরিমাণে ক্ষারীয় হয়, যা উদ্ভিদের ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু চাষাবাদের মাটি যদি বেশি পরিমাণে অম্লীয় হয়, তখন আর এই আবর্জনা অপসারণের প্রয়োজন নেই। সামুদ্রিক আগাছাগুলোয় প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি যোগ করে পরিপূর্ণ গাঁজনের জন্য বায়ুরোধী ঢাকনা দিয়ে বালতির মুখ আটকে দিতে হবে। এভাবে প্রায় মাসখানেকের মধ্যে অতি সহজে তৈরি হয়ে যাবে সিউইড ইমালশন।

সিউইড ইমালশন প্রয়োগ করতে হবে যথাযথ পদ্ধতিতে। এক ভাগ সিউইড ইমালশনের সাথে তিন ভাগ পানি মিশিয়ে তরল ইমালশন প্রয়োগ করতে হবে। বপনের আগে বীজ এই তরল ইমালশনে ডুবিয়ে রাখতে হয়। এতে বীজের অঙ্কুরোদ্গমে ভালো ফল পাওয়া যায়। সামুদ্রিক আগাছা সরাসরি জমিতে প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেগুলো না কেটে সরাসরি বিছিয়ে দিতে হয়। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন অনুজীব আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ট্রেস উপাদানসমূহ মাটিতে মিশে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

উপসংহার

বাংলাদেশে সিউইড খাতের উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল না থাকলে কেবল জৈবিক, প্রযুক্তিগত ও পরিবেশগত পরিবেশ নিশ্চিত করে খুব একটা লাভবান হওয়া যাবে না। সিউইড চাষাবাদকে টেকসই করতে হলে আমাদের সবগুলো বিষয়ের ওপরই সমান গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকাটি খুব একটা সমৃদ্ধ নয়। এ কারণে বারবার রপ্তানি পণ্যে বৈচিত্র্য আনার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সিউইড সেই কাজে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর মধ্যে কোন জায়গা সিউইড চাষের জন্য আদর্শ, সেটি শনাক্ত করাটা খুব জরুরি। এজন্য জিওস্পেইশাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের অবস্থানভিত্তিক মডেল তৈরি করতে হবে। এই কাজে গবেষণা সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, নীতিনির্ধারকসহ সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের সমন্বিতভাবে ভূমিকা রাখা দরকার।

সামুদ্রিক শৈবাল চাষের সময় সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে অল্প সময়ে অধিক সুবিধাভোগী হতে গিয়ে আমরা বাস্তুতন্ত্রকে হুমকির মুখে ফেলে দিতে পারি। কীভাবে এ খাতে টেকসই অগ্রগতি অর্জন করা যায়; সে বিষয়ে চীন, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, কোরিয়া, ফিলিপাইন ও মালয়েশিয়ার মতো আমাদের এশীয় প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়ও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হতে পারে।

সমুদ্র বিজয় আমাদের সুনীল অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে। বঙ্গোপসাগরের একচ্ছত্র সমুদ্র এলাকায় থাকা মূল্যবান উদ্ভিজ্জাত ও প্রাণিজ সম্পদের মধ্যে সিউইড বা সামুদ্রিক শৈবাল অন্যতম। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকদিন ধরেই এর বাণিজ্যিক ব্যবহার রয়েছে। যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারলে সিউইড বাংলাদেশের জন্যও ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে।

গত এক দশকে নৌপরিবহনের কার্যপরিধি অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে

–মো. মোস্তফা কামাল; সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

মো. মোস্তফা কামাল ১৯৯১ সালের ১১ ডিসেম্বর সিভিল সার্ভিসে যোগদানের মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। মাঠপর্যায়ে তিনি সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করেন। রাঙামাটিতে জেলা প্রশাসক থাকাকালীন পান শ্রেষ্ঠ জেলা প্রশাসক ও জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক ২০১৪। খুলনা জেলায় জেলা প্রশাসক থাকাকালীন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রাখায় কানাডিয়ান হাইকমিশন তাকে 'অ্যাওয়ার্ড অব এক্সিলেন্স' প্রদান করে। পরবর্তীতে তিনি জাতীয় সংসদ সচিবালয় ছাড়াও ভূমি সংস্কার বোর্ডে চেয়ারম্যান (সচিব পদমর্যাদা), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে অতিরিক্ত সচিব, পেট্রোবাংলার পরিচালক ও তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির এমডি এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। ২০২২ সালের ২২ মে থেকে তিনি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব। নৌপরিবহন খাতের চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা ও অর্জন নিয়ে সম্প্রতি তিনি কথা বলেছেন বন্দরবার্তার সাথে।

বন্দরবার্তা : এক দশক ধরেই উচ্চ প্রবৃদ্ধিতে রয়েছে বাংলাদেশ। এটা সম্ভব হচ্ছে অর্থনৈতিক নানা কর্মকাণ্ড বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানির ওপর ভর করে। আর পণ্য বাণিজ্য তথা আমদানি-রপ্তানিতে বন্দরের রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। দেশের নৌ এবং স্থল উভয় বন্দরই নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে। আপনার মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব এবং কর্মপরিধি নিশ্চয়ই প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

মো. মোস্তফা কামাল : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ধারণ করে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন রেল, নৌ ও সড়ক পরিবহন খাতের সমন্বয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় স্বার্থে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে পুনর্বিন্যাসপূর্বক বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে 'নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়' হিসেবে নামকরণ করা হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ১২টি দপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে নৌপথের যোগাযোগ, নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ, নাব্যতা বৃদ্ধি, নৌবন্দরসমূহের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, সমন্বিত ড্রেজিং কার্যক্রম, চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা বন্দরের উন্নয়ন, স্থলবন্দর উন্নয়ন, সমুদ্রপথে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দক্ষ নাবিক তৈরির দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও সংস্থাসমূহ হচ্ছে–বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মেরিন একাডেমি, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, গভীর সমুদ্রবন্দর সেল ও পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে এবং নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশনায় সমুদ্রসম্পদ আহরণ এবং এ সংক্রান্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে 'ব্লু ইকোনমি' কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এতগুলো দপ্তর/সংস্থার মধ্যে সমন্বয় রক্ষা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। মন্ত্রণালয় কীভাবে এটা করছে?

মো. মোস্তফা কামাল : আগেই বলেছি ১২টির মতো দপ্তর এবং সংস্থা নিয়ে এই মন্ত্রণালয়ের কাজ। এই মন্ত্রণালয়ের কাজগুলোর মধ্যে আছে নদীবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দরসমূহের ব্যবস্থাপনা, বাতিঘর ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ; নাব্যতা রক্ষাকল্পে নৌপথ ড্রেজিং, নিরাপদ নৌচলাচলের জন্য বয়া লাইটেড নির্দেশিকা ও পিসি পোল স্থাপন; নৌবাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সহযোগিতা; অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ও জাহাজ চলাচল, মেরিন সার্ভিসেস এবং নিরাপদ নৌচলাচল নিশ্চিতকরণ; অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন ও সংরক্ষণ; যান্ত্রিক নৌযান ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ, নৌযান জরিপ ও রেজিস্ট্রেশন; সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল ও নেভিগেশন; নৌবাণিজ্য জাহাজ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ; মূল ভূখণ্ড ও দ্বীপসমূহের মধ্যে এবং অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ; মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত বিষয়াদি সমন্বয় ও গবেষণা; জাহাজ চলাচল ও নেভিগেশন সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন; আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বসংস্থার সাথে চুক্তি ও স্মারক সম্পর্কিত বিষয়াদি; আদালতে গৃহীত ফি ব্যতীত মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চার্জ সম্পর্কিত বিষয়াদি ছাড়াও রয়েছে অনেক কর্মযজ্ঞ। তবে আমাদের রূপকল্প হচ্ছে বিশ্বমানের বন্দর, মেরিটাইম ও নৌপরিবহন ব্যবস্থাপনা

নিশ্চিত করা আর এ মন্ত্রণালয়ের অভিলক্ষ্য হচ্ছে সমুদ্র, নৌ ও স্থলবন্দরসমূহের আধুনিকায়ন, নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ, মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, সাশ্রয়ী ও নিরাপদ যাত্রী ও পণ্য পরিবহন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তাকরণ।

পরিবহন খাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ এর লজিস্টিকস এবং হিন্টারল্যান্ড সুবিধা। বর্তমান হিন্টারল্যান্ড ব্যবস্থা পরিবহন খাতে কীভাবে ভূমিকা রাখছে? বন্দরগুলোর হিন্টারল্যান্ড সংযোগ বৃদ্ধিতে কী কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে?

মো. মোস্তফা কামাল : মেরিটাইম বন্দর উন্নয়নের সমান্তরালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান প্রবণতার সাথে গতিশীল রাখতে সড়ক, রেল এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথ পরিবহনের (আইডব্লিউটি) ওপর জোর দিতে হয়। হিন্টারল্যান্ড যোগাযোগ মূলত যাতায়াত ব্যবস্থা ও বিভিন্ন ধরনের পরিবহনের ওপর নির্ভরশীল; তবে খরচ, সময় ও নিরাপত্তা বিবেচনায় প্রাধান্য পায়। বাংলাদেশ পণ্য পরিবহনের বড় অংশ অর্থাৎ ৮০ শতাংশ ঘটে সড়কপথে, ১৬ শতাংশ নৌপথে এবং ৪ শতাংশ রেলপথে। নদীমাতৃক দেশ হিসেবে আমাদের নৌপথের ব্যবহার বাড়াতে হবে, সড়কপথের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হবে এবং রেলপথে পণ্য ব্যবহার সহজলভ্য করতে হবে। এলক্ষ্যে আমাদের বিভিন্ন মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অচিরেই বাংলাদেশের হিন্টারল্যান্ড যোগাযোগ বিস্তৃত ও সহজ হবে।

স্বাধীনতার পর পণ্য পরিবহনে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশনের (বিএসসি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পরবর্তীতে বহরে জাহাজের সংখ্যা কমে আসায় তা আর ধরে রাখতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি। বিএসসিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সরকার কী পদক্ষেপ নিচ্ছে?

মো. মোস্তফা কামাল : ১৯টি জাহাজ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল বিএসসি। পরবর্তীতে জাহাজের সংখ্যা একসময় নেমে আসে মাত্র দুটিতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বহরে জাহাজের সংখ্যা বাড়ছে। চীন সরকারের অর্থায়নে ছয়টি জাহাজ ইতিমধ্যে বিএসসির বহরে যুক্ত হয়েছে এবং এগুলো সমুদ্রপথে চলাচল করছে। সংগৃহীত জাহাজগুলোর মধ্যে তিনটি প্রোডাক্ট ট্যাংকার ও তিনটি বাল্ক ক্যারিয়ার। বিএসসির বহর শক্তিশালী করতে আরও জাহাজ সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। এসব জাহাজ বিএসসির বহরে যুক্ত হলে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক শিপিং কোম্পানিতে পরিণত হবে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম নৌপরিবহন অধিদপ্তর। নাবিকদের যোগ্যতা সনদসহ বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে অধিদপ্তর। প্রথাগত পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসব সেবা ডিজিটাল করা এখন সময়ের দাবি। এ ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ কী?

মো. মোস্তফা কামাল : বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের সেবাসমূহ ডিজিটাল হওয়াটা খুবই জরুরি। সে লক্ষ্যে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। সমুদ্রগামী ও অভ্যন্তরীণ জাহাজের নাবিকদের সিওসি এবং সিওপির মতো সনদের আবেদন এখন অনলাইনেই গ্রহণ করা হচ্ছে। সেই সাথে সনদ প্রণয়ন ও সনদ প্রস্তুতের তথ্য মোবাইল মেসেজের মাধ্যমে আবেদনকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি নাবিকদের পরীক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের আবেদন, সেফ ম্যানিং সনদ, শিপ সার্ভেয়ার সনদ ও অন্যান্য বিষয়ে এনওসির জন্য অনলাইনে আবেদন দাখিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নাবিকদের সাইন অন, সাইন অফ কার্যক্রমও অনলাইনে সম্পাদনের পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সিডিসি জালিয়াতি বন্ধে বিশেষ নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য যেমন আল্ট্রা ভায়োলেট, মাইক্রো সিকিউরিটি লাইন, অ্যান্টি ফটোকপি ও কুইক রেসপন্স কোডযুক্ত কাগজে হাতে লেখার পরিবর্তে মেশিন প্রিন্টেড সিডিসি প্রবর্তন করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক জাহাজে প্রশিক্ষিত নাবিক চাহিদা ক্রমে বাড়ছে। সুযোগটি কাজে লাগাতে বাংলাদেশ কতটা প্রস্তুত?

মো. মোস্তফা কামাল : সারা বিশ্বেই প্রশিক্ষিত নাবিকের চাহিদা বাড়ছে এবং এটা খুবই সম্ভাবনাময় একটা খাত। এছাড়া আমাদের বাণিজ্যিক জাহাজের সংখ্যাও বেড়েছে। বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের সংখ্যা এখন ৮৭। নাবিকরা বৈদেশিক মুদ্রা আয়কারী এবং আমাদের অর্থনীতির জন্য তারা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ব্লু ইকোনমির দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা হয় তাহলেও আমাদের প্রশিক্ষিত নাবিকের সংখ্যা বাড়ানো দরকার। এই বিবেচনায় আমরা খাতটিতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি। সরকারি ও বেসরকারি নাবিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়েছে এবং প্রশিক্ষণও শুরু হয়েছে। বলা যায়, ভবিষ্যতে প্রশিক্ষিত নাবিকের যে চাহিদা তা পূরণে বাংলাদেশ যথেষ্ট প্রস্তুত।

সরকারের নানা পরিকল্পনা ও উদ্যোগের ফলে মোংলাও এখন ব্যস্ত বন্দর। পদ্মা সেতু এই বন্দরের ব্যস্ততাকে আরও কতটা বাড়িয়ে দেবে?

মো. মোস্তফা কামাল : বহু প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতু চালু হওয়ার ফলে সড়কপথে ঢাকার সবচেয়ে নিকটবর্তী সমুদ্রবন্দর এখন মোংলা। পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা থেকে মোংলা বন্দরের দূরত্ব কমে দাঁড়িয়েছে ১৭০ কিলোমিটারে। আমদানি-রপ্তানিকারকরা তাই নিজেদের স্বার্থেই মোংলা বন্দর ব্যবহারে আগ্রহী হবেন। এতে করে একদিকে পণ্য আমদানির খরচ যেমন কমবে, একইভাবে দ্রুততম সময়ে তা গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

চট্টগ্রামের চেয়ে মোংলা বন্দর দিয়েই এখন গাড়ি আমদানি বেশি হয়। পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় মোংলা বন্দর দিয়ে গাড়ি আমদানি আরও বাড়বে। আমদানির পাশাপাশি বাড়বে রপ্তানিও। তবে পদ্মা সেতুর এই সুফল পুরোপুরি কাজে লাগাতে হলে মোংলা বন্দরের দক্ষতা আরও বাড়াতে হবে। সেই কার্যক্রম অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে। ২০২৫ সাল নাগাদ বন্দরে আট লাখ কনটেইনার ওঠানো-নামানোর সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে একটি টার্মিনাল নির্মাণের কাজ চলছে। যন্ত্রপাতির সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। বন্দরের ইনারবারের ড্রেজিং এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এখন আউটারবারের ড্রেজিং চলছে। জাহাজ চলাচল নির্বিঘ্ন করতে মোংলা বন্দরে চালু হয়েছে

ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস)।

এছাড়া মোংলা বন্দরের জন্য সর্বাধুনিক প্রযুক্তির উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন দুটি টাগবোট সংগ্রহে চুক্তি সই হয়েছে। টাগবোট দুটি যুক্ত হলে বড় জাহাজ হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে। এতে বন্দরের সক্ষমতা বহুগুণে বাড়বে।

পদ্মা সেতু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের স্থলবন্দরগুলো বিশেষ করে বেনাপোল ও ভোমরা স্থলবন্দরের গতিশীলতাও নিশ্চয় বাড়িয়ে দেবে?

মো. মোস্তফা কামাল : স্থলপথে ভারতের সাথে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সিংহভাগই সম্পন্ন হয় বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে। এরপর আমদানি-রপ্তানি বেশি হয় ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে। পদ্মা সেতু চালু হলে দুটি স্থলবন্দরের সাথেই রাজধানীর সড়ক যোগাযোগ অনেক সহজ হয়েছে। সেই সাথে দূরত্বও কমে গেছে। এর ফলে ভারত থেকে আমদানি পণ্য সরাসরি পদ্মা সেতু দিয়ে রাজধানী ও চট্টগ্রামে পরিবহন করা যাবে এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে। দূরত্ব হ্রাস পাওয়ায় খরচও কমে আসবে।

স্থলবন্দর দুটির বিদ্যমান অবকাঠামো দিয়ে এই সম্ভাবনা পুরোপুরি কাজে লাগানো যাবে না। এজন্য সক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজন হবে। সে লক্ষ্যে স্থলবন্দর দুটির অবকাঠামো উন্নয়নে বড় প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে বেনাপোল বন্দরে দৈনিক ৩৭০টি পণ্যবাহী ট্রাক ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা আছে। আরও এক হাজার ট্রাক ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। একইভাবে ভোমরায়ও আরও ১ হাজার থেকে ১ হাজার ২০০ পণ্যবাহী ট্রাক ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো হবে।

ভবিষ্যতে আমদানি-রপ্তানির যে চাহিদা বন্দরের বিদ্যমান সক্ষমতা দিয়ে তা পূরণ করা সম্ভব নয়। এ চাহিদার কথা বিবেচনায় নিয়েই বে টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। প্রকল্পটি বর্তমানে কোন পর্যায়ে রয়েছে? বে টার্মিনাল আমদানি-রপ্তানিকারকদের বাড়তি কী সুবিধা দেবে?

মো. মোস্তফা কামাল : বে টার্মিনাল নির্মাণের পথে আমরা অনেকটাই এগিয়েছি। প্রকল্পের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরামর্শক সেবার জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার একটি যৌথ কোম্পানির সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। এই চুক্তির অধীনে তারা প্রকল্পের বিস্তারিত প্রকৌশল নকশা, ড্রয়িং ও প্রাক্কলনে পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি বে টার্মিনাল নির্মাণ কাজের তদারকি করবে। প্রাথমিকভাবে এখানে তিনটি টার্মিনাল নির্মাণ করা হবে। এগুলোর মোট দৈর্ঘ্য হবে ৩ দশমিক ৫৫ কিলোমিটার।

চট্টগ্রাম বন্দরে বর্তমানে জোয়ারের সময় সর্বোচ্চ সাড়ে ৯ মিটার ড্রাফটের জাহাজ ভিড়তে পারে। কিন্তু বে টার্মিনালের চ্যানেলে পর্যাপ্ত নাব্যতা থাকায় সেখানে ১০ থেকে ১২ মিটার ড্রাফটের জাহাজ সর্বোচ্চ ৬ হাজার টিইইউ পণ্য নিয়ে বন্দরে ভিড়তে পারবে। এছাড়া ২৪ ঘণ্টাই সেখানে জাহাজ ভিড়তে পারবে। বে টার্মিনাল নির্মিত হলে চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বার্ষিক ৫০ লাখ টিইইউতে উন্নীত হবে।

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাই।

মো. মোস্তফা কামাল : মাতারবাড়ী বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২৮৩ দশমিক ২৭ একর জমি কক্সবাজার জেলা প্রশাসন এরই মধ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দিয়েছে। বন্দর নির্মাণকাজের জন্য ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া চলছে। তার আগে সাড়ে ১৮ মিটার চ্যানেল তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়। ব্রেক ওয়াটারও প্রস্তুত। চ্যানেলটি দিয়ে নিয়মিত মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রের জেটিতে জাহাজ ভিড়ছে। প্রকল্পের কাজ এখন পর্যন্ত যেভাবে এগিয়েছে, তাতে করে ২০২৫ সালের জুনের মধ্যেই মাল্টিপারপাস টার্মিনালটি চালু হয়ে যাবে বলে আমরা আশাবাদী।

বন্দরটি হবে এ অঞ্চলের কমার্শিয়াল হাব। ১৮ মিটার ড্রাফটের এই বন্দরে ১৬ মিটারের বেশি ড্রাফটের ১০-১২ হাজার টিইইউ ধারণক্ষমতার জাহাজ ভিড়তে পারবে। সেখান থেকে লাইটারেজ জাহাজে করে পণ্য চট্টগ্রাম বন্দর বা অন্যান্য এলাকায় নিয়ে যাওয়া যাবে। এতে আমদানি-রপ্তানিতে সময় অনেক সাশ্রয় হবে। এতে ব্যবসায়ী বিশেষ করে রপ্তানিকারকরা সুবিধা পাবেন। এ কারণে রপ্তানির ক্ষেত্রে লিড টাইম কমিয়ে আনা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সব মিলিয়ে বলা যায়, ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশে উন্নীত হতে হলে যে পরিমাণ কনটেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের প্রয়োজন পড়বে তা সামাল দিতে আমাদের কোনো সমস্যায় পড়তে হবে না। কারণ বে টার্মিনাল ও মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর প্রকল্প দুটি সম্পন্ন হলে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা ৩-৪ গুণ বৃদ্ধি পাবে।

সমুদ্রবন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে অভ্যন্তরীণ নৌপথ। কীভাবে সেটা সম্ভব বলে মনে করেন।

মো. মোস্তফা কামাল : ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছানো আমাদের আকাঙ্ক্ষা। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১-এ সেই পথরেখা বলে দেওয়া আছে। উন্নত দেশ হওয়ার এই পথযাত্রায় নির্ণায়কের ভূমিকা পালন করবে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য। এর সিংহভাগই পরিচালিত হয় সমুদ্রবন্দরগুলোর মাধ্যমে। রপ্তানি পণ্য সাশ্রয়ে ও নিরাপদে সমুদ্রবন্দরে নিয়ে যাওয়া এবং আমদানি পণ্য গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে অভ্যন্তরীণ নৌপথ। এ হিসেবে অভ্যন্তরীণ নৌপথের ব্যবহার বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং এটি দরকারও। এর ফলে একদিকে ব্যবসায়ীরা অপেক্ষাকৃত সাশ্রয়ে পণ্য পরিবহন করতে পারবেন, একই সাথে সড়কের ওপর চাপও লাঘব হবে। চূড়ান্ত বিচারে এতে সমুদ্রবন্দরের বিশেষ করে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা বাড়বে।

অভ্যন্তরীণ নৌপথে পণ্য পরিবহনের প্রসঙ্গটি উঠলে স্বাভাবিকভাবেই নাব্যতার বিষয়টি চলে আসে। নৌপথে নাব্যতার সংকট একসময় প্রবলভাবেই ছিল। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় এই সমস্যার সমাধানে আমরা কাজ করছি এবং ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে ৭ হাজার কিলোমিটার নৌপথের নাব্যতা এরই মধ্যে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি।

কনটেইনার হ্যান্ডলিং উপযোগী নদীবন্দর এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। আরও বেশি সংখ্যক কনটেইনার নদীবন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

মো. মোস্তফা কামাল : কনটেইনার পরিবহনের লক্ষ্য থেকেই চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বিআইডব্লিউটিএ

যৌথভাবে পানগাঁওয়ে অভ্যন্তরীণ কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করেছে এবং ২০১৩ সাল থেকে এখানে কনটেইনার পরিবহন শুরুও হয়েছে। প্রথম দিকে পানগাঁও নৌ টার্মিনালে কনটেইনার পরিবহনে ধীরগতি দেখা গেলে ট্যারিফ কমানোর ফলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে এটি ব্যবহারের আগ্রহ বাড়ছে। এছাড়া আশুগঞ্জ অভ্যন্তরীণ কনটেইনার নদীবন্দর নির্মাণের কাজও পুরোদমে চলছে। এটি নির্মিত হলে চট্টগ্রাম, মোংলা এবং অন্যান্য বন্দর থেকে নদীপথে সহজেই কনটেইনার পরিবহন করা সম্ভব হবে। দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোকে কেন্দ্র করেও অভ্যন্তরীণ নৌ কনটেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা যেতে পারে। এতে করে কনটেইনার পরিবহনে সড়কের ওপর যে চাপ তা অনেকটাই কমে আসবে। পর্যায়ক্রমে আমরা হয়তো এর বাস্তবায়নও দেখতে পাব।

ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তি হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ এখন বিশাল সমুদ্র এলাকার অধিকারী। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হওয়ার পথে এগিয়ে দিতে পারে বিশাল এই সমুদ্রসম্পদ। এই সম্পদ আহরণে সরকার কী ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে?

মো. মোস্তফা কামাল : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে ভারত ও মিয়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমানার শান্তিপূর্ণ সমাধান হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটারের বেশি টেরিটোরিয়াল সমুদ্র এলাকা, ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে অবস্থিত সব ধরনের প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে সমুদ্রসম্পদ কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সে লক্ষ্যে কাজও শুরু হয়েছে। আমরা সমুদ্রবন্দরগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ করছি। কোস্টাল শিপিংকে কার্যকর করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখাসহ ব্লু ইকোনমিকে সামনে রেখে দ্বিপক্ষীয় এবং আঞ্চলিক সমঝোতা স্মারক, চুক্তি ও প্রোটকলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্য সম্প্রসারণের কাজও আমরা অব্যাহত রেখেছি। ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বাড়ানো হচ্ছে নদীর নাব্যতা। পাশাপাশি সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়ও ব্লু ইকোনমি নিয়ে কাজ করছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ব্লু ইকোনমি সেল গঠিত হয়েছে। ব্লু ইকোনমি নিয়ে কাজ করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স ইউনিটও। সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত প্রয়াসে সুনীল অর্থনীতির সর্বোচ্চ ব্যবহারে আমরা সমর্থ হব বলে আশা করছি।

দুই দশকের পুরনো শিপিং পলিসির পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের রুলস অব বিজনেসে পরিবর্তনের কোনো চিন্তা-ভাবনা আছে কি?

মো. মোস্তফা কামাল : নৌপরিবহনের কার্যপরিধি গত এক দশকে অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। দুটি বন্দরের স্থলে চারটি যুক্ত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের মেরিটাইম সেক্টরে। বন্দরের কনটেইনার হ্যান্ডলিং বেসরকারি গ্লোবাল অপারেটর দ্বারা পরিচালনা এখন ফ্রন্টলাইনে চলে এসেছে। সারা বিশ্বে ল্যান্ড লর্ড পদ্ধতিতে বন্দর পরিচালনা করা হয়ে থাকে, যেখানে পাবলিক সেক্টরের বিনিয়োগ খুবই কম হয় এবং পাবলিক সেক্টর সাধারণত কনসেশন এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে গ্লোবাল অপারেটর নিয়োগ করে থাকে। আমরাও সেই লক্ষ্যে কাজ করছি এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বন্দর নির্মাণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করছি। পাশাপাশি বাংলাদেশ এখন প্রাইভেট পোর্ট পলিসির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। কারণ এ খাতে বিনিয়োগ করার মতো পর্যাপ্ত সম্পদ বেসরকারি খাতের রয়েছে। সরকার প্রতি অর্থবছর অন্তত ৩০ শতাংশ প্রকল্প সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের বেসরকারি বন্দর, আইসিডি, আইসিটি ও মেরিটাইম খাতে বিনিয়োগ নৌ সেক্টরের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে এখন আইসিটির ব্যবহার প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকল শাখায় আইসিটির সর্বোচ্চ ব্যবহার আমরা শুরু করেছি এবং এজন্য সব ধরনের প্রস্তুতিও গ্রহণ করেছি। বন্দরে টার্মিনাল অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে কনটেইনার ম্যানেজমেন্টের পাশাপাশি কার্গো ম্যানেজমেন্ট শুরু হয়েছে এবং পিসিএস বা পোর্ট কমিউনিটি সিস্টেমের মাধ্যমে সকল অংশীজনকে এক সুতোয় গেঁথে দ্রুত পণ্যের চলাচল নিশ্চিত করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বিস্ফোরক পণ্য ব্যবস্থাপনায় অনেকগুলো আন্তর্জাতিক আইন-কানুন মেনে চলতে হয়। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ডেঞ্জারাস গুডস বা আইএমডিজি কোড, ইন্টারন্যাশনাল শিপ অ্যান্ড পোর্ট ফ্যাসিলিটি সিকিউরিটি বা আইএসপিএস কোড এর মধ্যে অন্যতম। এগুলো পরিপালনে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কী পদক্ষেপ নিয়েছে?

মো. মোস্তফা কামাল : আইএমডিজি কোডের পণ্য তদারকির দায়িত্ব মূলত কাস্টমসের। তবে হ্যান্ডলিংয়ের জন্য চট্টগ্রাম বন্দর তাদের কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। পাশাপাশি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অংশীজনদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

আইএসপিএস কোড পরিপালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন নৌপরিবহন অধিদপ্তর। তারা নিয়মিত পরিদর্শনের মাধ্যমে নিরাপত্তা আইএসপিএস কোড অনুযায়ী আছে কিনা তা দেখে থাকে। এটা তাদের রুটিন কাজ এবং সেটা তারা করছে। এছাড়া বন্দরে একজন পোর্ট ফ্যাসিলিটি সিকিউরিটি অফিসার (পিএফএসও) আছেন। তিনি বিষয়টি দেখে থাকেন। আমরা সব বন্দর ও অফডককে (আইসিডি ও আইসিপি) আইএসপিএস কমপ্লায়েন্সের আওতায় আনার ব্যবস্থা করেছি।

বন্দরবার্তাকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

মো. মোস্তফা কামাল : বন্দরবার্তাকেও ধন্যবাদ। বন্দরবার্তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

কার্বন নিরপেক্ষতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রুজিং খাত

২০৫০ সাল নাগাদ কার্বনমুক্ত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে বৈশ্বিক প্রমোদতরী খাতের। আর সমুদ্র শিল্পে কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জনের জন্য সুবজ জ্বালানি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। তবে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবস্থা উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে আরও কিছু সময় লেগে যাবে। এ নিয়ে আরও গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাকি রয়েছে। তবে বৈশ্বিক প্রমোদতরী শিল্প সেই অপেক্ষায় বসে থাকতে রাজি নয়। ২০৫০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তারা এরই মধ্যে কিছু অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং সামনের বছরগুলোতেও এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। খাতসংশ্লিষ্ট ট্রেড গ্রুপ ক্রুজ লাইনস ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনের (সিএলআইএ) সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে এই কথা বলা হয়েছে।

'২০২২ গ্লোবাল ক্রুজ ইন্ডাস্ট্রি এনভায়রনমেন্টাল টেকনোলজিস অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস রিপোর্ট' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী কয়েক বছরে বৈশ্বিক বহরে বেশকিছু প্রমোদতরী যুক্ত হবে, যেগুলো জিরো-এমিশন প্রপালশন সিস্টেম ব্যবহার করবে। এছাড়া প্রমোদতরীগুলো যেন নোঙর করা অবস্থায় শোরসাইড ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করতে পারে, সেই লক্ষ্যে বিনিয়োগও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে।

শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও বাণিজ্যের বিশ্বায়ন একদিকে যেমন আমাদের অর্থনীতি ও জীবনযাত্রায় সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি উষ্ণায়ন নামের এক আপদের দিকে ঠেলে দিয়েছে পুরো বিশ্বকে। এই উষ্ণায়ন প্রতিরোধে সব ক্ষেত্রেই এখন কার্বন নিঃসরণ কমানোর ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। কার্বনমুক্ত হওয়ার সময়সীমা বেঁধে দিয়ে সংকল্প গ্রহণ করেছে বিভিন্ন শিল্প খাত। ক্রুজ ইন্ডাস্ট্রিও এই বৈশ্বিক উদ্যোগে শামিল হয়েছে।

সিএলআইএর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী পাঁচ বছরে যেসব প্রমোদতরী বৈশ্বিক বহরে যুক্ত হবে, তার ১৫ শতাংশের বেশি জাহাজে এমন ব্যবস্থা যুক্ত হবে যেগুলোয় ফুয়েল সেল বা ব্যাটারি থেকে শক্তি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এছাড়া এখন থেকে ২০২৮ সাল পর্যন্ত যেসব প্রমোদতরী সিএলআইএর সদস্য হিসেবে যুক্ত হবে, তার প্রায় ৮৫ শতাংশ জাহাজ শোরসাইড ইলেকট্রিসিটি গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। এর মাধ্যমে বার্থিংয়ে থাকা অবস্থায় জাহাজগুলো থেকে নিঃসরণ অনেকটা কমে যাবে।

সিএলআইএ জানিয়েছে, কার্বনমুক্ত ক্রুজিং শিল্প গড়ে তোলার প্রচেষ্টার কেন্দ্রে রয়েছে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি। পরিবেশবান্ধব মেরিন ফুয়েলের উন্নয়ন ও প্রচলনের জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটাতে হবে। আশার কথা হলো, এই কাজে শত শত কোটি ডলার বিনিয়োগ আসছে। ক্রুজিং শিল্পকে কার্বনমুক্ত করা সম্ভব হলে তা সামগ্রিকভাবে পুরো সমুদ্র শিল্পের কার্বন নিরপেক্ষতা অর্জনের প্রচেষ্টাকে গতিশীল করবে।

এশিয়ায় জ্বালানি তেল আমদানি বেড়েছে

এশিয়ায় গত মাসে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, সম্ভাব্য সংকট মোকাবিলার আগাম প্রস্তুতি হিসেবে আমদানি বাড়াচ্ছে এ অঞ্চলের দেশগুলো। তথ্য বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান রিফিনিটিভের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে এমনটি জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখে যে এশিয়ার দেশগুলো চাহিদা বাড়িয়েছে, তা নয়। বরং আসন্ন শীতকে ঘিরে ইউরোপের দেশগুলোয় তেলের চাহিদা বেড়েছে। এতে সংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা করে তা মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসেবে তেল আমদানি বাড়িয়েছে এশিয়া।

এশিয়া বিশ্বের শীর্ষ অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানিকারক অঞ্চল। সেপ্টেম্বরে এখানকার দেশগুলো সব মিলিয়ে দৈনিক ২ কোটি ৬৫ লাখ ৮০ হাজার ব্যারেল অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছে, আগস্টে যা ছিল দৈনিক ২ কোটি ৪৯ লাখ ব্যারেল।

দেড় বছরের বেশি সময় পর ভারতের রপ্তানিতে পতন

সেপ্টেম্বরে ভারতের পণ্য রপ্তানি কমেছে ৩ দশমিক ৫ শতাংশ। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির পর গত মাসেই প্রথম রপ্তানিতে পতন দেখল দেশটির অর্থনীতি। এ সময়ে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে বছরওয়ারি ১৯ শতাংশের বেশি।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের পণ্য রপ্তানি ছিল ৩ হাজার ২৬২ কোটি ডলার। বিপরীতে এ সময়ে দেশটি আমদানি করেছে ৫ হাজার ৯৩৫ কোটি ডলারের পণ্য। সাত মাসের মধ্যে প্রথমবারের মতো ৬ হাজার কোটি ডলারের নিচে নামল দেশটির আমদানি। আলোচ্য মাসে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ২ হাজার ৬৭৩ কোটি ডলার।

বছরওয়ারি বাড়লেও সেপ্টেম্বরে বাণিজ্য ঘাটতি আগের মাসের চেয়ে কিছুটা কমেছে। আগস্টে এই ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৮৬৮ কোটি ডলার।

আইএমওর কার্বন ইনটেনসিটি রুলসে কিছু পরিবর্তন আনার সুপারিশ

১ নভেম্বর থেকে চালু হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) কার্বন ইনটেনসিটি রুলস। আইএমও বলছে, নতুন এই বিধান সমুদ্র পরিবহন খাতকে কার্বনমুক্ত করার প্রচেষ্টায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। অবশ্য এমএসসি, মায়েরস্কসহ শিপিং খাতসংশ্লিষ্টরা বলছে, আইএমওর কার্বন ইনটেনসিটি ইনডেক্স (সিআইআই) বিধিবিধান ও এর শর্তগুলো মেনে চলবে তারা। তবে কিছু ক্ষেত্রে এই বিধানে পরিবর্তন আনা দরকার।

আইএমওর নতুন এই বিধান ও রেটিং সিস্টেম প্রণয়ন করা হয়েছে মারপোল রেগুলেশনে সংশোধনের মাধ্যমে। এর অধীনে এনার্জি এফিশিয়েন্সি রেটিং চালু করা হয়েছে। এটি কেবল যে নবনির্মিত জাহাজের ক্ষেত্রেই কার্যকর হবে, তা নয়। বরং এনার্জি এফিশিয়েন্সি এক্সিস্টিং শিপ ইনডেক্সের (ইইএক্সআই) আওতায় পুরনো

সংবাদ সংক্ষেপ

ইউক্রেনের খাদ্যশস্য রপ্তানির ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত

১৭ অক্টোবর পর্যন্ত ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভের অধীনে মোট ২১ লাখ ২০ হাজার টন খাদ্যশস্য রপ্তানি করেছে ইউক্রেন। এর মধ্যে বেশির ভাগই গম ও ভুট্টা।

রপ্তানির এই পরিমাণ গত বছরের একই সময়ের প্রায় কাছাকাছি। গত বছরের অক্টোবরের প্রথম ১৭ দিনে দেশটির খাদ্যশস্য রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২১ লাখ ৭০ হাজার টন। অর্থাৎ মানবিক করিডোরের মাধ্যমে যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরে এসেছে ইউক্রেনের খাদ্যশস্য রপ্তানি। যুদ্ধ শুরুর আগে ইউক্রেন প্রতি মাসে বিশ্ববাজারে ৬০ লাখ টন খাদ্যশস্য রপ্তানি করত।

যুক্তরাষ্ট্রে বন্দর-টার্মিনালে সাইবার হামলার ঝুঁকি বেড়েছে

যুক্তরাষ্ট্রের বন্দর ও টার্মিনালগুলোয় সাইবার হামলার ঝুঁকি বেড়েছে বলে ল' ফার্ম জোনস ওয়াকারের একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। চলতি বছর সাইবার নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে পরিচালিত এক জরিপের ওপর ভিত্তি করে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট খাতের ১২৫ জ্যেষ্ঠ নির্বাহীর ওপর পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, ৯০ শতাংশ উত্তরদাতা সম্ভাব্য সাইবার হামলার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন। এছাড়া সাইবার হামলার শিকার হওয়ার হার ২০১৮ সালের ৪৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২২ সালে ৭৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

ইউরোপের নিষেধাজ্ঞায় দেড় হাজার কোটি ডলারের ক্ষতিতে পড়বে রুশ জ্বালানি খাত

ডিসেম্বর থেকে রাশিয়ার অপরিশোধিত জ্বালানি তেল নিজেদের মালিকানাধীন ট্যাংকারে করে তৃতীয় কোনো দেশে পরিবহনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে রাশিয়ার প্রায় ১ হাজার ৬০০ কোটি ডলার ক্ষতি হবে বলে জানিয়েছে শিপব্রেকিং কোম্পানি গিবসন।

নিষেধাজ্ঞার কারণে দুই শতাধিক ট্যাংকার রাশিয়ার তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহন থেকে সরে আসবে। ফলে অন্য উৎস থেকে ট্যাংকার ভাড়া করতে হবে রাশিয়াকে, যা বাড়তি খরচের কারণে হয়ে দাঁড়াবে।

লন্ডন গেটওয়েতে নতুন বার্থ নির্মাণ করছে ডিপি ওয়ার্ল্ড

ডিপি ওয়ার্ল্ডের লন্ডন গেটওয়ে স্মার্ট লজিস্টিকস হাবে নতুন একটি বার্থ নির্মাণ করা হচ্ছে। এটি হবে লন্ডন গেটওয়েতে ডিপি ওয়ার্ল্ডের চতুর্থ বার্থ। সম্প্রতি এর নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে।

প্রকল্পটিতে মোট ব্যয় হবে ৩৫ কোটি পাউন্ড। ২০২৪ সাল নাগাদ এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বার্থটি নির্মাণের ফলে লন্ডন গেটওয়ের হ্যান্ডলিং সক্ষমতা এক-তৃতীয়াংশ বেড়ে যাবে। তখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাহাজগুলোও এই বার্থে সেবা নিতে পারবে।

সংবাদ সংক্ষেপ

▸ বিশ্বকাপের দর্শকদের জন্য তিনটি প্রমোদতরী ভাড়া করেছে কাতার

২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপকে সামনে রেখে কাতারে ভিড় জমানো ফুটবলপ্রেমীদের অবস্থানের জন্য পর্যাপ্ত হোটেল ক্যাপাসিটি নেই দেশটির। এই অবস্থায় বিকল্প জায়গার সংস্থান করছে কর্তৃপক্ষ। এরই অংশ হিসেবে তিনটি প্রমোদতরী ভাড়া করেছে আয়োজকরা।

তিনটি প্রমোদতরীই ভাড়া করা হয়েছে এমএসসি ক্রুজেসের কাছ থেকে। এর মধ্যে দুটি ক্রুজ শিপ এমএসসি ওয়ার্ল্ড ইউরোপা ও এমএসসি পোসিয়া ভাড়ার চুক্তি আগেই হয়েছিল। সর্বশেষ ভাড়া করা হয়েছে এমএসসি ওপেরাকে। ২০০৪ সালে নির্মিত জাহাজটির যাত্রী ধারণক্ষমতা ২ হাজার ৭০০।

▸ লোহিত সাগরে অগ্নিদুর্ঘটনার শিকার কনটেইনার জাহাজ ডুবে গেছে

লোহিত সাগরে এক সপ্তাহ আগে অগ্নিদুর্ঘটনার শিকার হওয়া কনটেইনার জাহাজ টিএসএস পার্ল শেষ পর্যন্ত ডুবে গেছে বলে জানানো হয়েছে। সৌদি আরবের জিজান বন্দর থেকে আনুমানিক ১২৩ নটিক্যাল মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থানকালে জাহাজটিতে আগুন লাগে।

জাহাজডুবির বিষয়ে এখন পর্যন্ত খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, সেটি লোহিত সাগরের গভীরতম অংশে ডুবে গেছে। তেমনটি হলে টিএসএস পার্লকে উদ্ধারের সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ।

▸ ইউরোপে খালাসের অপেক্ষায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এলএনজি ক্যারিয়ার

রিগ্যাসিফিকেশন প্লান্টগুলো সক্ষমতার শতভাগ পূর্ণ থাকার কারণে ইউরোপীয় উপকূলে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) খালাস করতে পারছে না ক্যারিয়ারগুলো। এ কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এলএনজি ক্যারিয়ারকে স্পেন ও ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের উপকূলীয় সমুদ্রসীমায় অপেক্ষমাণ থাকতে হচ্ছে।

রাশিয়া থেকে গ্যাস সরবরাহ কমে যাওয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে এলএনজির মতো জ্বালানির বিকল্প উৎসের সন্ধান করতে হচ্ছে ইউরোপকে। তবে একসঙ্গে বেশি সংখ্যক ক্যারিয়ার একসঙ্গে পৌঁছানোর কারণে অঞ্চলটিকে রিগ্যাসিফিকেশনের ক্ষেত্রে বিপাকে পড়তে হচ্ছে।

▸ রটারডামে কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণ প্রায় অপরিবর্তিত

চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে ইউরোপের বৃহত্তম বন্দর রটারডামে কার্গো হ্যান্ডলিং শূন্য দশমিক ৩ শতাংশ বেড়েছে। আলোচ্য সময়ে বন্দরটিতে মোট ৩৫ কোটি ১০ লাখ টন কার্গো হ্যান্ডলিং করা হয়েছে।

ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়ার ওপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশটি থেকে কনটেইনার সরবরাহ কমে গেছে রটারডামে। তবে কয়লা ও এলএনজি সরবরাহ বেড়ে যাওয়ায় সেই ঘাটতি অনেকটাই পুষিয়ে নেওয়া গেছে বলে বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। নয় মাসে রটারডামে এলএনজি হ্যান্ডলিং বেড়েছে ৭৪ শতাংশ।

জাহাজগুলোর কার্বন ইনটেনসিটিও নজরদারিতে রাখা হবে।

তেল উত্তোলন কমাবে ওপেক প্লাস

অপরিশোধিত জ্বালানি তেল উত্তোলন দৈনিক ২০ লাখ ব্যারেল কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে শীর্ষ তেল উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের জোট ওপেক প্লাস। ৫ অক্টোবর অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় জোটের এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তেলের বাজারে নিজেদের আধিপত্য ও দাম ধরে রাখতে ওপেক প্লাস এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

অপরিশোধিত তেল উৎপাদন কমানোর কথা বেশ কিছুদিন ধরেই বলে আসছিল ওপেক প্লাসের সদস্যরা। তবে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা মিত্ররা বারবার উৎপাদন না কমাতে অনুরোধ জানিয়েছিল। তবে সেই অনুরোধ রাখেনি ওপেক প্লাস।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী আলেকজান্ডার নোভাক। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ছাড়াও ওপেক প্লাসের অন্যতম সদস্য দেশ রাশিয়া।

ড্রাই বাল্ক জাহাজের ভাড়া কমছে

বিশ্বজুড়ে ড্রাই বাল্ক জাহাজের চাহিদা ক্রমেই কমছে। বাল্টিক এক্সচেঞ্জের ড্রাই বাল্ক সি ফ্রেইট ইনডেক্সের নিম্নমুখী গ্রাফের দিকে তাকালেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সম্প্রতি এই সূচক টানা ষষ্ঠবারের মতো পতন দেখা গেছে। শুধু তা-ই নয়, সূচকের মান সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝির পর সবচেয়ে নিম্নতম অবস্থানে নেমে এসেছে।

বাল্টিক ড্রাই ইনডেক্সের সার্বিক সূচক ৫৫ পয়েন্ট বা ৩ শতাংশ কমে ১ হাজার ৮১৮ পয়েন্টে নেমে এসেছে। কেপসাইজ, প্যানাম্যাক্স ও সুপারম্যাক্স–সব ধরনের বাল্কারের ভাড়ার গতিবিধি নির্দেশ করে এই সূচক। ক্যাটাগরিভিত্তিতে কেপসাইজ ইনডেক্স ৪ দশমিক ৮ শতাংশ কমে ২ হাজার ৯৪ পয়েন্টে নেমে এসেছে। প্যানাম্যাক্স ইনডেক্স ২ দশমিক ৮ শতাংশ কমে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৮৮ পয়েন্টে। আর সুপারম্যাক্স হারিয়েছে ১২ পয়েন্ট, নেমেছে ১ হাজার ৬৯৬ পয়েন্টে।

আর্কটিকের পানিতে অম্লত্ব বাড়ছে চারগুণ দ্রুত

আর্কটিকের পশ্চিমাঞ্চলে পানিতে অম্লত্ব বৃদ্ধির হার অন্যান্য ওশান বেসিনের তুলনায় চারগুণ বেশি। সম্প্রতি বিজ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী সায়েন্সে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে এই তথ্য উঠে এসেছে।

সারা বিশ্বে মোট যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ হয়, তার এক-তৃতীয়াংশের বেশি শোষণ করে নেয় সাগর-মহাসাগরগুলো। যেহেতু কার্বন নিঃসরণ এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি, সে কারণে সমুদ্রের পানিতে অম্লত্ব বেড়েই যাচ্ছে। গবেষণাপত্রটির লেখকরা বলেছেন, আর্কটিক অঞ্চলে বরফ গলার হার ক্রমেই বাড়ছে। সেখানে অম্লত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে এই বরফ গলার একটি আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে।

এই গবেষণাপত্র তৈরির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা ১৯৯৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত আর্কটিক অঞ্চলের সামুদ্রিক অম্লত্বের তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই অঞ্চলের অম্লত্বের গবেষণায় এই প্রথম এত দীর্ঘমেয়াদের তথ্য বিশ্লেষণ করা হলো।

তিমি সুরক্ষায় উদ্যোগ নিয়েছে শিপিং খাত : আইসিএস

জাহাজ চলাচলের ব্যাপ্তি বাড়ার ফলে বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইন উপকৃত হচ্ছে বটে; তবে এর কারণে কিছু ক্ষেত্রে সামুদ্রিক প্রাণীদের অস্তিত্বও হুমকির মুখে পড়েছে। বিশেষ করে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তিমির আবাসস্থল ও এর বিভিন্ন প্রজাতি বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই ঝুঁকি থেকে তিমিকে সুরক্ষা দিতে শিপিং ইন্ডাস্ট্রি কাজ করে যাচ্ছে। খাতসংশ্লিষ্ট সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব শিপিং (আইসিএস) সম্প্রতি এক বিবৃতিতে এই কথা জানিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'এটি এমন একটি বিষয়, যেটি শিপিং খাত খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। সাগরে চলাচলরত জাহাজগুলোর সঙ্গে তিমির সংঘর্ষ এড়াতে এরই মধ্যে জাহাজের গতি কমানো বা শিপিং রুট পরিবর্তন করার মতো বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া তিমির সুরক্ষা বাড়াতে অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতাও বাড়ানো হচ্ছে।'

জাহাজ ভাঙা শিল্প : আরও বেশি ইয়ার্ডকে অনুমোদন দিতে ইইউর প্রতি আহ্বান বিমকোর

বৈশ্বিক জাহাজ ভাঙা শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ইয়ার্ডগুলোর সক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছে বাল্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম কাউন্সিল (বিমকো)। তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) অনুমোদনপ্রাপ্ত শিপ রিসাইক্লিং ইয়ার্ডগুলো যেভাবে বড় জাহাজ ভাঙার সুযোগ পাচ্ছে, অনুমোদনের বাইরে থাকা ইয়ার্ডগুলো তা পাচ্ছে না। এ অবস্থায় ইইউর তালিকার বাইরে থাকা ইয়ার্ডগুলোর দিকে নজর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বিমকো।

কয়েক বছর আগে ইইউ একটি কঠোর আইন জারি করে, যেখানে ইইউর দেশগুলোয় মালিকানাধীন অথবা সেখানে নিবন্ধিত জাহাজগুলো ভাঙার ক্ষেত্রে কিছু শর্ত আরোপ করা হয়। এর মধ্যে একটি শর্ত হলো, ৫০০ গ্রস টনের বেশি ধারণক্ষমতার জাহাজগুলো ভাঙার ক্ষেত্রে রিসাইক্লিং সাইটের অবশ্যই ইইউর নিবন্ধন থাকতে হবে।

বর্তমানে এই নিবন্ধন রয়েছে তুরস্কের আলিয়াগার বিভিন্ন ইয়ার্ড ও ইউরোপের কিছু বিশেষায়িত ইয়ার্ডের। অবশ্য সম্প্রতি তুরস্কের দুটি ইয়ার্ড মানদণ্ড অনুসরণ করতে না পারায় ইইউর অনুমোদন হারিয়েছে।

এক বিবৃতিতে বিমকোর মহাসচিব ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ডেভিড লুজলি বলেছেন, 'ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মতো শীর্ষ রিসাইক্লিং স্টেটের ইয়ার্ডগুলো এখনো ইইউর তালিকা স্থান পায়নি। ফলে এসব দেশের ইয়ার্ডগুলো ইউরোপীয় মালিকানার ও নিবন্ধনপ্রাপ্ত বড় বড় জাহাজগুলো ভাঙার সুযোগ পাচ্ছে না। আমরা মনে করি, যেসব ইয়ার্ড হংকং কনভেনশনের মানদণ্ড অর্জন করবে, তাদের যত সম্ভব দ্রুত অনুমোদন দেওয়া দরকার ইইউর।'

বিমকো যুক্তি দেখিয়েছে, এশিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অনেক ইয়ার্ড তাদের সক্ষমতার আধুনিকায়নে কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছে। তাদের অনেকেই ইইউর নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

২০২৩ সালে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি কমবে : ডব্লিউটিও

বিশ্বব্যাপী জ্বালানি মূল্যের উর্ধ্বগতি, ক্রমাগত সুদের হার বৃদ্ধি, করোনা মহামারির কারণে চীনের উৎপাদন খাতে অনিশ্চয়তা ইত্যাদি কারণে আগামী বছর বিশ্ব বাণিজ্য গতি কিছুটা কমে যাবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)। সংস্থাটির ধারণা, ২০২৩ সালে বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ১ শতাংশ, যেখানে চলতি বছর ৩ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির ধারণা করা হচ্ছে।

গত এপ্রিলের পূর্বাভাসে ২০২৩ সালে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ বাণিজ্য প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করেছিল ডব্লিউটিও। আর চলতি বছরের জন্য প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ছিল ৩ শতাংশ।

বাণিজ্যের গতি শ্লথ হওয়ার পেছনে যুদ্ধের কারণে উচ্চ জ্বালানি মূল্যসহ কয়েকটি কারণ খুঁজে পেয়েছে ডব্লিউটিও। সংস্থাটির মতে, বর্তমানে বৈশ্বিক অর্থনীতি বহুমুখী সংকটের মুখোমুখি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আর্থিক সংকটে রয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও ঋণসংকটের কারণে নিম্ন আয়ের উন্নয়নশীল দেশগুলো গুরুতর ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এদিকে ইউরোপে উচ্চ জ্বালানি মূল্যের কারণে গৃহস্থালি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে চাপ সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে চীনে করোনার প্রাদুর্ভাব বারবার ফিরে আসার কারণে সেখানে উৎপাদন ও অর্থনীতির গতি শ্লথ হয়েছে। এসব কারণে করোনাজনিত অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে বিশ্ব বাণিজ্য ভালো অবস্থায় ফিরতে শুরু করলেও আবার তা নিম্নমুখী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সংস্থাটির পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, চলতি বছর বিশ্বব্যাপী জিডিপি ২ দশমিক ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। আগামী বছর বাড়বে ২ দশমিক ৩ শতাংশ। অবশ্য গত এপ্রিলের পূর্বাভাসে চলতি বছর ৩ দশমিক ২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির কথা জানিয়েছিল ডব্লিউটিও।

জাপানের প্রথম বাণিজ্যিক অফশোর ফার্মের টার্বাইন স্থাপন সম্পন্ন

জাপানের আকিতা নোশিরো অফশোর উইন্ড ফার্মের ৩৩টি টার্বাইন স্থাপনের কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। ১৪০ মেগাওয়াট সক্ষমতাবিশিষ্ট জাপানের প্রথম এই বাণিজ্যিক অফশোর ফার্ম চলতি বছরের শেষ নাগাদ উৎপাদনে যাওয়ার কথা রয়েছে।

প্রকল্পটিতে প্রতিটি ৪ দশমিক ২ মেগাওয়াট সক্ষমতার মোট ৩৩টি ফিক্সড-বটম টার্বাইন স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০ বসানো হয়েছে নোশিরো উপকূলে। বাকি ১৩টি টার্বাইন পড়েছে আকিতা অংশে। প্রকল্পটিতে ডেভেলপার হিসেবে কাজ করেছে আকিতা অফশোর উইন্ড (এওডব্লিউ) করপোরেশন।

কার্যক্রম শুরুর পর আকিতা নোশিরো জাপানের শীর্ষ চার বৃহত্তম বিদ্যুৎ কোম্পানির অন্যতম তোহোকু ইলেকট্রিক পাওয়ারের কাছে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। এ বিষয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে ২০ বছর মেয়াদি একটি বিদ্যুৎ ক্রয়চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

দুটি বন্দরের সঙ্গে গ্রিন করিডোর গড়ে তুলবে গোথেনবার্গ

নেদারল্যান্ডসের রটারডাম বন্দর ও বেলজিয়ামের নর্থ সি পোর্টের সঙ্গে দুটি গ্রিন করিডোর প্রতিষ্ঠার বিষয়ে পৃথক দুটি চুক্তি স্বাক্ষরের কথা জানিয়েছে সুইডেনের গোথেনবার্গ বন্দর কর্তৃপক্ষ। চুক্তি দুটির অধীনে বন্দর তিনটি পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে একটি কমন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করবে।

আগে থেকেই পরিবেশবান্ধব বন্দর ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে আসছে গোথেনবার্গ। রটারডাম ও নর্থ সি পোর্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের চুক্তি দুটি তারই ধারাবাহিক পদক্ষেপ। গোথেনবার্গ ২০১৫ সাল থেকে রোপ্যাক্স ফেরিগুলোকে স্বল্প পরিসরে মিথানল বাংকারিং সেবা দিয়ে আসছে। পাশাপাশি বৃহৎ পরিসরে শিপ-টু-শিপ বাংকারিংয়ের ক্ষেত্রে তারা এরই মধ্যে মিথানল অপারেটিংয়ের সাধারণ বিধিমালা প্রকাশ করেছে। এছাড়া বন্দরটি একাধিক টার্মিনালে শোর পাওয়ার সাপ্লাই শুরু করে দিয়েছে।

সমুদ্রসীমানা নিয়ে ঐতিহাসিক চুক্তির দ্বারপ্রান্তে ইসরায়েল-লেবানন

ভূমধ্যসাগরে নিজেদের সামুদ্রিক সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির 'ঐতিহাসিক' এক চুক্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে ইসরায়েল ও লেবানন। সম্প্রতি তারা একটি খসড়া চুক্তি চূড়ান্ত করেছে বলে দেশ দুটির প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন।

গ্যাসসমৃদ্ধ এ অঞ্চলের সামুদ্রিক সীমানা নির্ধারণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েল ও লেবাননের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। লেবানন জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় তৈরি করা চুক্তির খসড়া প্রেসিডেন্ট মাইকেল অউনের কাছে পাঠানো হয়। এরপর দুই পক্ষই সন্তোষজনক একটি চুক্তির বিষয়ে সম্মত হয়। চুক্তিতে লেবাননের দাবি-দাওয়া ও আপত্তির বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

এদিকে ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শক ইয়াল হুলাতা এক বিবৃতিতে বলেছেন, চুক্তিতে তাদের দাবিগুলোও মেনে নেওয়া হয়েছে। দেশটি যেসব পরিবর্তন চেয়েছিল, সেগুলো সংশোধন করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে পতনমুখী ভোক্তা চাহিদা ও আমদানি, সাপ্লাই চেইনের জট কাটার সম্ভাবনা

চার দশকের সর্বোচ্চ উচ্চতায় মূল্যস্ফীতি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সুদের হার বাড়াচ্ছে ফেডারেল রিজার্ভ। এ অবস্থায় ব্যয় কমিয়ে দিয়েছেন মার্কিন ভোক্তারা। ক্রয়াদেশ বাতিল করছে রিটেইলাররা। বন্দরগুলোয় কনটেইনার আমদানির সংখ্যাও ব্যাপকভাবে কমে গেছে। এর প্রভাবে দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলে আসা সাপ্লাই চেইনের জটিলতা কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

গত মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরজুড়ে কনটেইনার আমদানি রেকর্ড উচ্চতায় উঠে গিয়েছিল। এরপর ধীরে ধীরে কমতে কমতে সেপ্টেম্বরে বড় পতনই দেখা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বাজারে মোট আমদানির ২৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়

সংবাদ সংক্ষেপ

খাদ্যে বিষক্রিয়ায় চীনা বাল্কারের ১২ ক্রুর মৃত্যু, নয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

একটি চীনা বাল্ক ক্যারিয়ারে খাদ্যে বিষক্রিয়ায় ১২ জন ক্রুর দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরও নয়জন ক্রুকে ভিয়েতনামের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

৭৬ হাজার ডিডব্লিউটির উ ঝৌ নামের বাল্ক ক্যারিয়ারটি থাইল্যান্ডের কোশিচান বন্দর থেকে পণ্য বোঝাই করে চীনের উদ্দেশে যাচ্ছিল। মাঝপথে ক্রুরা ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লে সেটি ভিয়েতনামের পথে ঘুরিয়ে নেওয়া হয় এবং রেডিওবার্তার মাধ্যমে দেশটির কাছে জরুরি স্বাস্থ্য সহায়তা চাওয়া হয়।

নিরাপদ নেভিগেশনের নতুন প্রযুক্তি স্থাপন ফ্রিপোর্টে

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রিপোর্ট বন্দরে সম্প্রতি ন্যাশনাল ওশানিক অ্যান্ড অ্যাটমোসফারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এনওএএ) অনুমোদিত এমন একটি প্রযুক্তি চালু করা হয়েছে, যেটি নিরাপদ ও কার্যকর মেরিন নেভিগেশন নিশ্চিতকরণে সহায়ক হবে। 'ফিজিক্যাল ওশানোগ্রাফিক রিয়েল-টাইম সিস্টেম' শীর্ষক নেশনওয়াইড নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে এই প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে।

ফ্রিপোর্ট হলো ৩৮তম বন্দর যেখানে এই নেটওয়ার্কের অধীনে নিরাপদ মেরিন নেভিগেশন সহায়ক সেন্সর স্থাপন করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার অধীনে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ধারাবাহিক কয়েকটি সেন্সর বন্দরের আশপাশের সমুদ্রতাত্ত্বিক ও আবহাওয়া পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে।

রটারডামে রিফুয়েলিংয়ের ক্ষেত্রে মাস ফ্লো মিটার বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে

ইউরোপের বৃহত্তম বন্দর রটারডাম কর্তৃপক্ষ জাহাজে জ্বালানি ভরার সময় মাস ফ্লো মিটারের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা করছে। এই মিটার ব্যবহারের ফলে জ্বালানি সরবরাহের পরিমাণ আরও নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা যাবে।

জাহাজে জ্বালানি ভর্তি করা বা বাংকারিংয়ের সময় সরবরাহকারী ও গ্রাহককে জ্বালানির প্রকৃত পরিমাণ নিয়ে প্রায়ই দ্বন্দ্বে জড়াতে দেখা যায়। এই দ্বন্দ্ব এড়ানোর লক্ষ্যেই মূলত মিটার ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে। বিশ্বের বৃহত্তম বাংকারিং হাব সিঙ্গাপুরে প্রথম ২০১৭ সালে রিফুয়েলিংয়ের ক্ষেত্রে মাস ফ্লো মিটারের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়।

টার্মিনাল ও লজিস্টিকস ব্যবসা বিক্রি করে দিচ্ছে স্যাম

চিলিভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি স্যাম তাদের সাবসিডিয়ারি স্যাম পোর্টস ও স্যাম লজিস্টিকসের শতভাগ শেয়ার জার্মান শিপিং কোম্পানি হ্যাপাগ-লয়েডের কাছে বিক্রি করে দেবে। একই সঙ্গে লজিস্টিকস বিভাগের অধীনে থাকা সব স্থাবর সম্পত্তিও বিক্রি করে দেবে তারা। সম্প্রতি এক বিশেষ সভায় কোম্পানির শেয়ারহোল্ডাররা ১০০ কোটি ডলারের এই বিক্রয় চুক্তির অনুমোদন দিয়েছেন।

আমেরিকার ছয়টি দেশে মোট ১০টি বন্দর টার্মিনাল পরিচালনা করে স্যাম। এর মধ্যে পাঁচটি বন্দর চিলিতে অবস্থিত।

সংবাদ সংকেত

- টেকসই উপায়ে জাহাজ নির্মাণ ও পরিচালনা নিশ্চিতের লক্ষ্যে একটি যৌথ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে লয়েড'স রেজিস্টার এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও অটোমেশন টেকনোলজি কোম্পানি ট্রায়াম্ফ এনার্জি।
- শেলকে সরিয়ে আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে বিশ্বের শীর্ষ এলএনজি সরবরাহকারীতে পরিণত হবে কাতারএনার্জি। সম্প্রতি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।
- দীর্ঘ তিন দশকের ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছে কার্নিভাল ক্রুজেসের প্রমোদতরী কার্নিভাল একসটাসি। ১৫ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের আলবামা অঙ্গরাজ্যের মোবাইল শহরের বন্দরে ডকিংয়ের মাধ্যমে অবসরে যায় জাহাজটি।
- আন্ডারওয়াটার কেবল, পাইপলাইনের মতো পানির নিচের অবকাঠামোর সুরক্ষায় দুটি বিশেষায়িত জাহাজ সংগ্রহ করবে ব্রিটেন। সম্প্রতি নর্ড স্ট্রিম গ্যাস পাইপলাইনে ফাটলজনিত দুর্ঘটনার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটি।
- শিপিং খাতে স্বয়ংক্রিয় কার্যক্রমের চারটি খাতে হুন্দাই হেভি ইন্ডাস্ট্রিজের প্রযুক্তিকে নীতিগত অনুমোদন (এআইপি) দিয়েছে এবিএস। কার্যক্রমগুলো হলো–নেভিগেশন, সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাপনা ও নেটওয়ার্ক অবকাঠামো।
- আমস্টারডাম বন্দরে একটি তরলীকৃত বায়োমিথেন প্লান্ট নির্মাণ ও পরিচালনার পরিকল্পনা করছে টাইটান। এটি হবে বিশ্বের বৃহত্তম বায়োমিথেন লিকুইফ্যাকশন প্লান্ট, যা থেকে জাহাজ ও ট্রাকে বায়োমিথেন সরবরাহ করা যাবে।
- যুক্তরাষ্ট্রের ২২টি অঙ্গরাজ্য ও একেটি টেরিটরিতে বন্দরগুলোর সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে ৪১টি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। আর এসব প্রকল্পে তহবিল সহায়তা হিসেবে ৭০ কোটি ৩০ লাখ ডলার বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছে দেশটির পরিবহন মন্ত্রণালয়।
- নিজেদের অফশোর প্লান্টে রসদ সরবরাহের জন্য ছয়টি জাহাজ ভাড়া করবে নরওয়ের তেল কোম্পানি ইকুইনর। এই লক্ষ্যে তারা সম্প্রতি পাঁচটি মালিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ২৩ কোটি ৫৬ লাখ ডলারের চুক্তি করেছে।
- জাপানের মারুবেনি করপোরেশন জানিয়েছে, তারা সম্প্রতি মেরিন বায়োফুয়েলচালিত একটি ইথিলিন ক্যারিয়ারের পরীক্ষামূলক যাত্রা সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। গ্যাসকেম ডলার্ট নামের ভাড়াকৃত ক্যারিয়ারটিতে বি২৫ মেরিন বায়োফুয়েল ব্যবহার করা হয়েছে।
- আরও চারটি ড্রাই বাল্ক ভেসেল ভাড়া করার বিষয়ে সম্প্রতি কোচ শিপিং লিমিটেডের সঙ্গে একটি মেয়াদি চার্টার এগ্রিমেন্ট সম্পন্ন করেছে হিমালয় শিপিং কোম্পানি। এর আগে দুটি জাহাজ ভাড়ার চুক্তি হয়েছিল তাদের মধ্যে।
- যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরবরাহে বিলম্ব হওয়ায় চীনে সয়াবিনের মজুদ সংকটে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। আর সয়াবিনের মজুদে ঘাটতি তৈরি হলে পশুখাদ্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সয়ামিলের সংকট আরও ঘনীভূত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কনটেইনারে করে। করোনা মহামারির স্থবিরতা কাটিয়ে ভোক্তাবাজার চাঙ্গা হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের কনটেইনার আমদানি ২০১৯ সালের তুলনায় ৪০ শতাংশ বেড়ে যায়। এতে সরবরাহ শৃঙ্খলের ওপর চাপ তৈরি হয়।

১২ মেরিন হাইওয়ে প্রকল্পে ৩ কোটি ৯০ লাখ ডলার দেবে এমএআরএডি

যুক্তরাষ্ট্রের ১২টি মেরিন হাইওয়ে প্রকল্পে তহবিল সহায়তা হিসেবে প্রায় ৩ কোটি ৯০ লাখ ডলারের অনুদান বরাদ্দ করেছে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন মেরিটাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এমএআরএডি)। আমেরিকা মেরিন হাইওয়ে প্রোগ্রামের (এএমএইচপি) আওতায় এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌপথগুলোর জট ও সাপ্লাই চেইনের স্থবিরতা দূর করা এবং পণ্য পরিবহন দ্রুততর করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বাইপার্টিসান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ল' কর্মসূচির অধীনে চলতি বছর এরই মধ্যে আড়াই কোটি ডলারের তহবিল সহায়তা পেয়েছে এএমএইচপি। একক বিনিয়োগে এটাই ছিল প্রোগ্রামটিতে সবচেয়ে বড় তহবিল বরাদ্দ। চালুর পর থেকে এখন পর্যন্ত এএমএইচপির অধীনে ৫৮টি মেরিন হাইওয়ে প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যা স্থানীয় কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি চাঙ্গা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

নর্ড স্ট্রিমে ফাটল : ডুবো পাইপলাইনের সুরক্ষায় নজর ইউরোপের

নর্ড স্ট্রিম ওয়ান ও টু পাইপলাইনে ফাটলের নেপথ্যে কোনো নাশকতার ঘটনা থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় দেশগুলো তাদের ডুবো পাইপলাইনগুলোর সুরক্ষায় বিশেষ নজর দিয়েছে।

পানির নিচের ঝুঁকি শনাক্তকরণে যুক্তরাজ্য দুটি স্পেশাল-পারপাস শিপ কেনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। নরওয়ে তাদের ছড়িয়ে থাকা অফশোর তেল ও গ্যাসসম্পদগুলোর সুরক্ষায় বাড়তি নৌ-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে। ভূমধ্যসাগরে গ্যাস পাইপলাইনগুলোর ওপর নজর রাখার জন্য জাহাজ পাঠিয়েছে ইতালি।

গত ২৬ সেপ্টেম্বর নর্ড স্ট্রিমের পাইপলাইনে কয়েক দফা বিস্ফোরণ সংঘটিত হয় এবং ফাটল দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে যেতে শুরু করে। জাতিসংঘ জলবায়ু কর্মসূচি (ইউএনইপি) জানিয়েছে, পাইপলাইনের এই ফাটল দিয়ে এখন পর্যন্ত একক কোনো ঘটনায় রেকর্ড পরিমাণ ক্ষতিকর মিথেন নির্গমন হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছে পানামা মেরিটাইম অথরিটি

দক্ষিণ আফ্রিকায় মেডিটারেনিয়ান শিপিং কোম্পানির (এমএসসি) বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন লজিস্টিকস, নাবিক-সংক্রান্ত বিষয়াবলি এবং কোম্পানিটির মেরিটাইম ট্রেনিং সেন্টার (সিএফএম) পরিচালনায় যুক্ত হতে পারে রিপাবলিক অব পানামা। এর ফলে দক্ষিণ আফ্রিকায় পানামা শিপ রেজিস্ট্রির নতুন ব্যবসায়িক সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। পানামায় নিবন্ধিত জাহাজ ও নাবিকরা এর সুবিধাভোগী হবেন বলে পানামা মেরিটাইম অথরিটি জানিয়েছে।

সম্প্রতি এমএসসি সাউথ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট, ডিরেক্টর অব অপারেশনস, ব্যবস্থাপকসহ উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পানামা মেরিটাইম অথরিটির একটি বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে। সেখানেই যৌথ কার্যক্রমের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে অথরিটি জানিয়েছে। এ সময় পানামা মেরিটাইম অথরিটি ও সাউথ আফ্রিকান মেরিটাইম সেফটি অথরিটির মধ্যে একটি ইন্টারইনস্টিটিউশনাল এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর হয়েছে। এই চুক্তিতে মিউচুয়াল রিকগনিশন অব ট্রেনিং অ্যান্ড সার্টিফিকেশনের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উত্তরণের ধারায় তিন দশকের সর্বনিম্নে জলদস্যুতা

দুই বছর ধরে সমুদ্র শিল্পে জলদস্যুতার ঘটনা পতনমুখী রয়েছে। সেই ধারাবাহিকতা ধরে রেখে তিন দশকের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে সামুদ্রিক জলদস্যুতা ও সশস্ত্র ডাকাতি। চলতি বছরের প্রথম নয় মাসের পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের (আইসিসি) সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ব্যুরো (আইএমবি)।

বৈশ্বিক সামুদ্রিক জলদস্যুতা নিয়ে আইএমবির সর্বশেষ প্রান্তিক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে সারা বিশ্বে জাহাজগুলোর ওপর জলদস্যু ও সশস্ত্র ডাকাতদের হামলার ঘটনার খবর পাওয়া গেছে ৯০টি। ১৯৯২ সালের পর এই সংখ্যা সর্বনিম্ন। ২০২১ সালের একই সময়ের তুলনায় চলতি বছরের নয় মাসে জলদস্যুতা কমেছে ৭ শতাংশ।

অবশ্য জলদস্যুরা জাহাজে আরোহণে সফল হওয়ার হার চলতি বছর বেড়েছে। নয় মাসে ৮৫টি ক্ষেত্রে জলদস্যুরা জাহাজে উঠতে পেরেছে, যা গত বছরের একই সময়ের সমান। তবে চলতি বছর মোট ঘটনার তুলনায় এর হার ৯৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আলোচ্য সময়ে ক্রুদের জিম্মি করার ঘটনা গত বছরের আটটি থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭টি।

নয় মাসে মোট ঘটনার মধ্যে ৪০টি ঘটেছে জাহাজ অ্যাংকরেজে থাকা অবস্থায়। ৩৭টি ঘটেছে সমুদ্রে চলাচলের সময়। আর জাহাজ বার্থিংয়ে থাকা অবস্থায় দুষ্কৃতিকারীদের অপতৎপরতার খবর পাওয়া গেছে ১৩টি। সবচেয়ে বেশি হামলার শিকার হয়েছে বাল্ক ক্যারিয়ার–৪০টি। এছাড়া ট্যাংকারের ক্ষেত্রে ২৩টি ও কনটেইনার জাহাজের ক্ষেত্রে ১০টি ঘটনার খবর পাওয়া গেছে।

আইএমবির প্রতিবেদন অনুসারে, নয় মাসে গিনি উপসাগরে মাত্র ১৩টি ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। এ সময়ে সিঙ্গাপুর প্রণালিতে ৩১টি ক্ষেত্রে জলদস্যুরা জাহাজে উঠতে সক্ষম হয়েছে।

বন্দর পরিচিতি

গোয়াদর বন্দর

গোয়াদর বন্দরের অবস্থান পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে গোয়াদর শহরে আরব সাগরের তীরে। বন্দরটি করাচি শহর থেকে ৫৩৩ কিলোমিটার এবং ইরান সীমান্ত থেকে ১২০ কিলোমিটার ও চাবাহার সমুদ্রবন্দর থেকে ১৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এছাড়া এটি বিশ্বের অন্যতম কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যরুট হরমুজ প্রণালির পাশে অবস্থিত।

২০০ বছর ওমানের নিয়ন্ত্রণে থাকার পর গোয়াদর ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের দখলে চলে আসে। পাকিস্তানে অবস্থিত হলেও এটি চীনের কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চায়না-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডোর (সিপিইসি) প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ হিস্যা এই বন্দর। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ও মেরিটাইম সিল্ক রোড প্রকল্পের মধ্যে সংযোগ স্থাপনেও বড় ভূমিকা রাখবে গোয়াদর বন্দর। এই বন্দরকে কেন্দ্র করে চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে ৪ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের বিশাল বিনিয়োগ চুক্তি রয়েছে।

গোয়াদর বন্দর উন্নয়নের কার্যক্রমকে ভাগ করা হয়েছে তিনটি পর্যায়ে। ফেজ ওয়ান বা প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে ২০০৬ সালে। বন্দরটির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে মেরিটাইম সেক্রেটারি অব পাকিস্তানের হাতে। আর ২০১৬ সাল থেকে বন্দরটি পরিচালনা করে আসছে চীনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি চায়না ওভারসিজ পোর্ট হোল্ডিং কোম্পানি। বর্তমানে বন্দরটির উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ চলছে। আশা করা হচ্ছে, বন্দরের উন্নয়ন কাজ শেষ হলে পাকিস্তানের অর্থনীতির অবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে। হাজারো মানুষের কর্মসংস্থান করবে এই বন্দর।

গোয়াদরের একটি গভীর সমুদ্রবন্দর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রথম স্পষ্ট হয় ১৯৫৪ সালে। তখনও গোয়াদর শহরটি ওমানের স্বায়ত্তশাসনের অধীনে ছিল। তবে ২০০৭ সালের আগে এই সম্ভাবনার বাস্তবায়ন নিয়ে উচ্চবাচ্য হয়নি খুব একটা। ২৪ কোটি ৮০ লাখ রুপি ব্যয়ে প্রথম পর্বের কাজ শেষে সেই বছর বন্দরের উদ্বোধন করেন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ।

গোয়াদর বন্দরের উন্নয়ন নিয়ে সবচেয়ে বড় ঘোষণাটি আসে ২০১৫ সালে। সিপিইসি প্রকল্পের অধীনে ১৬২ কোটি ডলার ব্যয়ে বন্দরটির দ্বিতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন কাজের ঘোষণা দেওয়া হয়। লক্ষ্য পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল ও চীনের পশ্চিমাঞ্চলকে গভীর সমুদ্রবন্দরের মাধ্যমে যুক্ত করা। এছাড়া বন্দরে একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণেরও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, যেটি ইরান-পাকিস্তান গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পের গোয়াদর-নবাবশাহ সেগমেন্টের অংশ হিসেবে নির্মাণ করা হচ্ছে।

গোয়াদর বন্দরের পাশে নির্মাণ করা হচ্ছে গোয়াদর স্পেশাল ইকোনমিক জোন। ২০১৬ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। সেখানে প্রায় দুই হাজার একর জমি ৪৩ বছরের জন্য একটি চীনা কোম্পানিকে ইজারা দেওয়া হয়েছে। এই জমিতেই স্পেশাল ইকোনমিক জোন উন্নয়নের কাজ করছে তারা।

উদ্বোধনের প্রায় ১০ বছর পর ২০১৬ সালের ১৪ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে গোয়াদর বন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়। তবে তখনো সব ধরনের সেবা দিতে পারেনি বন্দরটি। ২০২০ সালে আফগানিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যের ট্রানজিট পোর্ট হিসেবে সেবা প্রদান শুরু করে এই বন্দর। গোয়াদর বন্দর পুরোপুরি অপারেশনাল হতে সময় লেগে যায় আরও এক বছর। ২০২১ সালের ৩১ মে থেকে পণ্য সরবরাহের অনলাইন বুকিংসহ অন্যান্য বন্দর সেবা চালু হয় সেখানে।

প্রথম পর্যায়ে গোয়াদর বন্দরে নির্মাণ করা হয় তিনটি বার্থ, যেগুলোর সম্মিলিত দৈর্ঘ্য ৬০২ মিটার। বন্দরে জাহাজ প্রবেশের জন্য ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে সাড়ে ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ চ্যানেল তৈরি করা হয়, যেখানে গভীরতা রয়েছে ১২ দশমিক ৫ মিটার। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই গভীরতা আরও ২ মিটার বাড়ানো হচ্ছে। এছাড়া এই ফেজে বন্দরে ৩ দশমিক ২ কিলোমিটার উপকূল রেখাজুড়ে চারটি কনটেইনার বার্থ, একটি বাল্ক কার্গো টার্মিনাল, একটি গ্রেইন টার্মিনাল, একটি রো-রো টার্মিনাল ও দুটি অয়েল টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে।

সাসটেইনেবল মেরিটাইম ফুয়েলস

৬-৭ ডিসেম্বর, বার্লিন, জার্মানি

সামুদ্রিক পরিবেশের ওপর সমুদ্র পরিবহন খাতের যেসব নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে, সেগুলো কমানো এবং সম্ভব হলে পুরোপুরি দূর করা এখন এই খাতের অংশীজনদের কাছে অন্যতম অগ্রাধিকারমূলক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের মোট গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের প্রায় ৩ শতাংশ আসে শিপিং খাত থেকে। এছাড়া প্রধান বায়ু দূষণকারী পদার্থের প্রায় ১৫ শতাংশের উৎস সমুদ্র পরিবহন খাত। জলবায়ু পরিবর্তন ও বায়ুদূষণ প্রতিরোধে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। জিরো-কার্বন প্রপালশন প্রযুক্তির অগ্রগতি, বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা হবে এই কনফারেন্সে।

বিস্তারিত: https://bit.ly/3Vx5VwM

মেরিটাইম টেকনোলজি কনক্লেভ সাউদার্ন রিজিয়ন

৯ ডিসেম্বর, চেন্নাই, ভারত

মেরিটাইম খাত সম্প্রসারিত হচ্ছে খুব দ্রুত। তবে এই সম্প্রসারণ যেন টেকসই উপায়ে হয়, সেই বিষয়ে অংশীজনদের করণীয় বিষয়ে আলোচনাই এই কনফারেন্সের মূল লক্ষ্য। এবারের আয়োজনে প্রাধান্য পাবে উদ্ভাবনী ফিন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টের প্রয়োগ, যার মাধ্যমে বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ আরও সহজ হবে। এছাড়া ডিজিটাইজেশন, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), ঝুঁকি প্রশমন, মাল্টিমোডাল হাব, ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর ইত্যাদিও রয়েছে কনফারেন্সের এজেন্ডায়।

বিস্তারিত: https://bit.ly/3iiW0MM

মরিশাস মেরিটাইম উইক

১৩-১৫ ডিসেম্বর, মরিশাস

বন্দর পরিচালনা, শিপিং, সাপ্লাই চেইন, লজিস্টিকস কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ, সমাধান ও উদ্ভাবন নিয়ে আলোচনা হবে এই আয়োজনে। সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, শিল্প খাতের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন, শিক্ষাবিদ ও শীর্ষ নির্বাহীরা অংশ নেবেন এতে। হারবার মাস্টার, টার্মিনাল অপারেটর, মেরিটাইম কনসাল্ট্যান্ট, শিপার, কার্গো মালিক, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক, শিপিং লাইন, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার, লজিস্টিকস কোম্পানিগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে মরিশাস মেরিটাইম উইক।

বিস্তারিত: https://bit.ly/3AL0Ada

গ্রন্থ পরিচিতি

শিপব্রেকিং ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ : আ রিকুইয়েম ফর এনভায়রনমেন্টাল জাস্টিস ফ্রম দ্য পারসপেক্টিভ অব বাংলাদেশ

মো. সাইফুল করীম

উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য জাহাজ ভাঙা শিল্প অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বড় একটি ক্ষেত্র। এশিয়া, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় এটি দ্রুত সম্প্রসারণশীল একটি শিল্প খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৬০০টি পুরনো জাহাজ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় কাটা হচ্ছে। মেয়াদোত্তীর্ণ জাহাজের বেশির ভাগেরই শেষ গন্তব্য হয় এসব দেশ, যেখানে সমুদ্র উপকূলে গড়ে উঠেছে বড় বড় রিসাইক্লিং ইন্ডাস্ট্রি। সেসব এলাকার অর্থনীতির চাকা এই শিল্পকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্যও জাহাজ ভাঙা শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শিল্পে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর একটি। বর্তমানে এই শিল্প বিস্তার লাভ করেছে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলায়; ফৌজদারহাট থেকে কুমিরা পর্যন্ত এলাকায়। জাহাজ ভাঙা শিল্প আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলে একটি অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ইস্পাতের কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলেছে এই শিল্প।

বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স অ্যান্ড রিসাইক্লার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিএসবিআরএ) তথ্যমতে প্রায় ১৫৮টি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড রয়েছে এদেশে, যার মধ্যে ৩০-৪০টি সারা বছর সক্রিয় থাকে। এই শিল্পের সঙ্গে প্রায় ৬০-৭০ হাজার মানুষ সরাসরি জড়িত। আরও প্রায় ৩০ লাখ মানুষ পরোক্ষভাবে এ ব্যবসায় সম্পৃক্ত।

তবে আলোর নিচেও অন্ধকার রয়েছে। বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারত, চীন, তুরস্ক ও পাকিস্তানের মতো দেশগুলোর জাহাজ ভাঙা শিল্পের জন্য একটি চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবেশগত বিপর্যয়। এছাড়া শ্রম আইনগত কিছু বিষয় মাথায় রেখেও কাজ করতে হয় এ খাতের অংশীদারদের।

রিসাইক্লিংয়ের জন্য ইয়ার্ডে আসা পুরনো জাহাজগুলোয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিষাক্ত পদার্থ থাকে। এসব জাহাজ কাটার সময় বিষাক্ত পদার্থগুলো আশপাশের পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে, যা জলজ প্রাণীর পাশাপাশি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে জাহাজ ভাঙা শিল্পে প্রকৃতি-পরিবেশ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। শিপব্রেকিং ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ বইটিতে লেখক এই বিষয়গুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরেছেন।

রাউটলেজ থেকে প্রকাশিত ১৫০ পৃষ্ঠার বইটির হার্ডকভার সংস্করণের মূল্য ১৩৭ ডলার। আর সুলভ পেপারব্যাক সংস্করণের মূল্য ৩৭ ডলার।

আইএসবিএন-১০ : ১১৩৮৮১৮২০৮
আইএসবিএন-১৩ : ৯৭৮-১১৩৮৮১৮২০০

মেরিটাইম ফান্ডা

ব্রেকওয়াটার

সমুদ্র সবসময়ই অননুমেয়। সেখানে কখন কোন দুর্যোগ আঘাত হানবে, তা আগে থেকে ধারণা করা সবসময় সম্ভব হয় না। তীব্র জোয়ার, উত্তাল ঢেউ, খরস্রোত, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি সামুদ্রিক দুর্যোগের ভয়ে সবসময় তটস্থ থাকতে হয় উপকূলবাসীকে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে তো আর যাওয়া সম্ভব নয়। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর তীব্রতা ও প্রলয়ঙ্করী প্রভাব কিছুটা প্রশমিত করা যায়। ব্রেকওয়াটার সেই প্রভাব প্রশমনেরই একটি কার্যকর কাঠামো।

ব্রেকওয়াটার হলো উপকূলীয় জলসীমায় নির্মিত একটি স্থায়ী কাঠামো, যেটি জোয়ার, তীব্র স্রোত, ঢেউ ও জলোচ্ছ্বাসের প্রকটতা কমাতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এটি কোস্টাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের একটি অংশ। এটি ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ করে, বন্দরের অ্যাংকরেজকে সুরক্ষা দেয়, উত্তাল ঢেউয়ের কবল থেকে নোঙর করা জাহাজগুলোকে রক্ষা করে।

ব্রেকওয়াটার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে, আবার বিচ্ছিন্নও হতে পারে। বড় আকারের ব্রেকওয়াটারে হাঁটাপথ অথবা গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থাও থাকতে পারে। গভীর সমুদ্রবন্দরগুলোর সুরক্ষার জন্য কৃত্রিম ব্রেকওয়াটার নির্মাণ করা একটি অত্যাবশ্যকীয় কাজ। আবার কিছু ক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট প্রবাল অথবা পাথুরে প্রাচীর ব্রেকওয়াটার হিসেবে কাজ করতে পারে।

কিছু সমুদ্রসৈকত রয়েছে, যেগুলো ভাঙনপ্রবণ। এসব সৈকতকে সুরক্ষা দিতে সমুদ্রতটের সঙ্গে উলম্বভাবে ব্রেকওয়াটার নির্মাণ করা হয়। এগুলো সামুদ্রিক ঢেউয়ের তোড় কিছুটা কমিয়ে দেয় এবং সৈকতের বিভিন্ন উপাদান ভেসে যাওয়া প্রতিহত করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্রেকওয়াটারকে গ্রোয়েন বলা হয়।

যেসব অ্যাংকরেজে অনেক শক্তিশালী ঢেউ থাকে, সেখানে নোঙর করা জাহাজগুলো ঝুঁকিতে থাকে। শান্ত পোতাশ্রয় ছাড়া জাহাজ নোঙর করা নিরাপদ নয়। ব্রেকওয়াটারের মাধ্যমে কৃত্রিম পোতাশ্রয় তৈরি করা সম্ভব হয়। অনেক সময় প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট ব্রেকওয়াটার জাহাজগুলোকে নিরাপত্তা প্রদানের মতো যথেষ্ট দীর্ঘ হয়। আর সেটি না হলে প্রাকৃতিক প্রাচীরের সঙ্গে যুক্ত করে পাথর ফেলে ব্রেকওয়াটারের দৈর্ঘ্য আরও বাড়ানো হয়।

ব্রেকওয়াটার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন ভার্টিক্যাল ওয়াল ব্রেকওয়াটার, মাউন্ড ব্রেকওয়াটার ও কম্পোজিট ব্রেকওয়াটার (মাউন্ড উইথ সুপারস্ট্রাকচার)।

মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব

হুয়ান সেবাস্তিয়ান এলকানো

হুয়ান সেবাস্তিয়ান এলকানো ছিলেন একজন স্প্যানিশ নেভিগেটর, জাহাজ মালিক ও অভিযাত্রী। মাঝে মধ্যে ডেল কানো নামেও ডাকা হয় তাকে। ইতিহাসের পাতায় তিনি অমর হয়ে রয়েছেন প্রথমবারের মতো সফলভাবে বিশ্বপরিক্রমার জন্য। তিনি এই সফলতা দেখিয়েছিলেন নিজের জাহাজ ভিক্টোরিয়ায় করে স্পাইস আইল্যান্ডসের উদ্দেশে ম্যাগেলান অভিযানকালে।

এই সফলতার স্বীকৃতিও তিনি পেয়েছিলে স্পেনের রাজা প্রথম চার্লসের কাছ থেকে। তাকে একটি কোট উপহার দেন রাজা, যেটির বাহুতে বিশ্বমণ্ডলের ছবির পাশাপাশি লাতিন ভাষায় একটি বাণী লেখা ছিল, যার অর্থ হলো 'আপনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি আমাকে প্রদক্ষিণ করলেন'।

এলকানোর জন্মসাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে তার জন্ম ১৪৮৬ সালে, কারও মতে তার পরের বছর। বিশ্বপরিক্রমার কৃতিত্ব অর্জনের পরও তার সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় খুব কম। তার ব্যক্তিগত জীবন ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়–এমন নির্ভরযোগ্য সূত্রের অভাব থাকায় এলকানোর জীবনী নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে দ্বিধা-বিভক্তি রয়েছে। এমনকি খোদ স্পেনেও তার প্রথম জীবনী লেখা হয়েছে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। অর্থাৎ এলকানোর মৃত্যুর পর তিনশ বছরের বেশি সময়ের মধ্যে ইতিহাসবিদদের তার জীবনী নিয়ে কোনো কাজ করতে দেখা যায়নি।

অবশ্য প্রথমবারের সাফল্যের পর তিনি স্পেনের রাজার আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ কারণে রাজা তাকে পুনরায় স্পাইস আইল্যান্ডস অভিযানে পাঠান। এই অভিযানে তার সঙ্গে ছিলেন স্প্যানিশ রাজতন্ত্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা গার্সিয়া জোফ্রে ডি লোয়াইসা। তবে এই অভিযানে ভাগ্য পাশে ছিল না এলকানোর। আগেরবার সফল হলেও এবার আর পারেননি এলকানো। বরং এই অভিযানকালেই ১৫২৬ সালের ৪ আগস্ট প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থানকালে মৃত্যু হয় তার।

২৭ অক্টোবর ক্যাপিটাল ড্রেজিং, আটটি নৌযান ও টার্মিনালসহ পায়রা বন্দরের ১১ হাজার ৭২ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পায়রা বন্দরে একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

পায়রা সমুদ্রবন্দরে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু কার্যক্রম নিশ্চিত করতে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২৭ অক্টোবর সকালে প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে প্রায় ১১ হাজার ৭২ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পগুলো ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন। উন্নয়ন কাজের মধ্যে রয়েছে বন্দরের ক্যাপিটাল ড্রেজিং, আটটি নৌযান উদ্বোধন, প্রথম টার্মিনাল এবং ছয় লেনের সংযোগ সড়ক ও একটি সেতু নির্মাণ।

সমুদ্রবন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ে একটি ৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ, ১০০-১২৫ মিটার-চওড়া এবং ১০ দশমিক ৫ মিটার গভীরতার চ্যানেল তৈরি হবে, যা বন্দরে ৪০ হাজার টন কার্গো বা ৩ হাজার একক কনটেইনার বোঝাই জাহাজ ডক করার সক্ষমতা তৈরি করবে। ক্যাপিটাল ড্রেজিং প্রকল্প বাস্তবায়নে ৪ হাজার ৯৫০ কোটি টাকা খরচ হবে। ড্রেজিংয়ের কাজ করবে বেলজিয়ামভিত্তিক ড্রেজিং কোম্পানি জান ডি নুল।

৬ দশমিক ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ছয় লেনের সংযোগ সড়কটি সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ) নির্মাণ করছে। ৬৫৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে এটি নির্মাণ করা হচ্ছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সড়কটির নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২০৯ কোটি ৭৪ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত নৌযানের মধ্যে রয়েছে দুটি পাইলট ভেসেল, দুটি হেভি ডিউটি স্পিডবোট, একটি বয়া লেইং ভেসেল, একটি সার্ভে বোট এবং দুটি টাগবোট।

পায়রা সমুদ্রবন্দরের পণ্য পরিবহনের জন্য আন্ধারমানিক নদীর ওপর ৭৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে ১ হাজার ১৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু। সেতুটি ৩০ মাসে নির্মিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৪ হাজার ৫১৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রথম টার্মিনালের নির্মাণ কাজ শেষ করে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে পায়রা সমুদ্রবন্দর চালু করা হবে। প্রথম টার্মিনাল নির্মাণ কাজ শেষ হলে এখানে তিনটি জাহাজ একযোগে ভিড়তে পারবে।

এর আগে ২৪ অক্টোবর বন্দরের সভাকক্ষে এক প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নৌপ্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী।

চট্টগ্রাম বন্দরে শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপন

দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ রাসেলের জন্মবার্ষিকী ও শেখ রাসেল দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। ১৮ অক্টোবর সকালে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও পর্ষদ সদস্যগণ বন্দর ভবন প্রাঙ্গণে শহীদ শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। চট্টগ্রাম বন্দর অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্মচারী পরিষদ (সিবিএ) পৃথকভাবে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। পরে সিবিএ'র আয়োজনে কেক কাটা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদ শেখ রাসেলের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বন্দরের সকল ধর্মীয় উপাসনালয়ে দোয়া মাহফিল ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। বাদ জোহর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, পর্ষদ সদস্যগণ, বিভাগীয় প্রধানগণ এবং সিবিএ নেতৃবৃন্দ ৮ নং সড়কে বন্দর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে দোয়া মাহফিলে অংশ নেন। বন্দর পরিচালিত সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় দিবসটি উপলক্ষে উপস্থিত বক্তৃতা, রচনা, চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা এবং বন্দর স্টেডিয়ামে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে পর্ষদ সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) মো. জাফর আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বাংলাদেশের নৌপরিবহন খাতে সৌদি বিনিয়োগের আশ্বাস

সৌদি আরবের যোগাযোগ ও লজিস্টিকস সার্ভিসেস বিষয়ক মন্ত্রী প্রকৌশলী সালেহ নাসের আলজাসের বলেছেন, বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে ৫ দশক ধরে সুসম্পর্ক বিদ্যমান। এ সুসম্পর্ককে অনন্য মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হলো বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ বাড়ানো।

১৩ অক্টোবর রিয়াদে তার কার্যালয়ে বাংলাদেশের নৌপরিবহন খাতে বিনিয়োগ বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী।

বৈঠকে নৌপ্রতিমন্ত্রী চট্টগ্রাম বন্দরের পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল, পায়রা সমুদ্রবন্দর ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগে সৌদি আরবের সহযোগিতা কামনা করেন। এ সময় নৌপরিবহন খাতের উন্নয়নে সৌদি আরবের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বাস দিয়েছে সেদেশের যোগাযোগমন্ত্রী।

বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান, সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ আবরাউল হাছান মজুমদার এবং সৌদি আরবের প্রতিনিধি দলে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী ড. মনসুর আল তার্কি, সৌদি বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট ওমর হাইদি, সৌদি পাবলিক ইনভেস্টমেন্টের বকর আল মোহাম্মদ এবং সৌদি আরবের রেড সি গেটওয়ে টার্মিনালের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান আমের এ আলী রেজা বৈঠকে অংশ নেন।

১৮ অক্টোবর শেখ রাসেল দিবস উদ্‌যাপনে আয়োজিত দোয়া ও কেক কাটা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান। এ সময় বন্দরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

ইংরেজি দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ৩০ অক্টোবর ঢাকায় তাদের নিজ কার্যালয়ে 'চট্টগ্রাম বন্দর কীভাবে আঞ্চলিক শিপিং হাবে পরিণত হতে পারে' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী

এর আগে ১১ অক্টোবর সৌদি আরবের কনটেইনার টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান রেড সি গেটওয়ে টার্মিনালের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করে প্রতিনিধি দল। এ সময় চট্টগ্রাম বন্দরের নবনির্মিত পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও আধুনিকীকরণে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে প্রতিষ্ঠানটি। রেড সি গেটওয়ে টার্মিনাল পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান আমের এ আলী রেজা বিনিয়োগের এ প্রস্তাব দেন।

চট্টগ্রাম বন্দর ইতিমধ্যে রিজিওনাল শিপিং হাবে পরিণত হয়েছে

চট্টগ্রাম বন্দর ইতিমধ্যে রিজিওনাল শিপিং হাবে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি। প্রতিমন্ত্রী ৩০ অক্টোবর ঢাকায় 'চট্টগ্রাম বন্দর কীভাবে রিজিওনাল শিপিং হাবে পরিণত হবে' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ মন্তব্য করেন। ইংরেজি দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এ বৈঠকের আয়োজন করে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের বে টার্মিনালের 'মাল্টিপারপাস টার্মিনাল' চট্টগ্রাম বন্দর নিজে পরিচালনা করবে। এক্ষেত্রে সরকার দেশের স্বার্থ বিবেচনায় রেখেছে। বিদেশি বিনিয়োগকে ভয় পেলে হবে না। বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার অর্থনীতি এবং নিরাপত্তার বিষয়টি দেখবে।

তিনি বলেন, আমরা ইস্ট-ওয়েস্টের মাঝখানে আছি। কক্সবাজার এয়ারপোর্ট রিজিওনাল হাবে পরিণত হবে। মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর এমনিই রিজিওনাল হাব হয়ে যাবে। আমাদের অভ্যন্তরীণ তিনটি বন্দর আছে। কারিগরি ও দক্ষ লোকের অভাব দূর করতে কাজ করা হচ্ছে। কাস্টমসকে দক্ষ করা হচ্ছে। একটি বিরাট শক্তি চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানার বসাতে দেয় না। বসালেও কিছুদিন পর নষ্ট হয়ে যায়। এ মানসিকতা চেঞ্জ করতে হবে।

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদক ইনাম আহমেদের সভাপতিত্বে এবং নির্বাহী সম্পাদক শাহরিয়ার খানের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান, সদ্য সাবেক পর্ষদ সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) মো. জাফর আলম, বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কবির আহমেদ, বিকেএমইএয়ের নির্বাহী সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ আরিফসহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশ ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহসভাপতি খায়রুল আলম সুজন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

বিনিয়োগ প্রস্তাব বেড়েছে ৫৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ

চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রস্তাব বেড়েছে ৫৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে। তবে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাব কমেছে। ৩১ অক্টোবর বিডার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিডার তথ্যমতে, চলতি অর্থবছরের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রথম প্রান্তিকে মোট ২২৩টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৮টি শিল্প ইউনিটে স্থানীয়, ৯টিতে শতভাগ বিদেশি এবং ১৬টিতে যৌথ বিনিয়োগ এসেছে।

নিবন্ধিত ২২৩টি প্রতিষ্ঠানে মোট ৩১ হাজার ৬১০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। এর মধ্যে বিদেশিরা ১৭ হাজার ৮০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছেন, যা আগের অর্থবছরের চেয়ে ৮১০ শতাংশ বেশি। আর দেশীয় উদ্যোক্তারা ১৪ হাজার ৫৩০ কোটি ৬৭ লাখ টাকা বিনিয়োগের জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন। যা গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ২১ দশমিক ৮২ শতাংশ কম।

বে টার্মিনালের ব্রেক ওয়াটারের নকশা প্রণয়নে পরামর্শক নিয়োগ

বে টার্মিনাল প্রকল্পের ব্রেক ওয়াটারের নকশা প্রণয়ন ও ড্রেজিংয়ের পরিমাণ নির্ধারণে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। ১৯ অক্টোবর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান এর উপস্থিতিতে বন্দর ভবনে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শেলহর্ন-অ্যাকোয়া-কেএস কনসালট্যান্টের (জেভি) সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ব্রেক ওয়াটার ও এক্সেস চ্যানেল ড্রেজিং কার্যক্রমের ডিজাইন, ড্রয়িং, প্রাক্কলন ও দরপত্র প্রস্তুতের কাজ করবে। এজন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ছয় মাস।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বন্দরের সকল সদস্যবৃন্দ, শেলহর্নের প্রতিনিধি ম্যানফ্রেড ভস, কেএস কনসালট্যান্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো.হাফিজুর রহমান ও বন্দরের বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

নদী ও পরিবেশ সুরক্ষায় সমন্বিতভাবে কাজ করছে সরকার : নৌপ্রতিমন্ত্রী

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি বলেছেন, গত ১৪ বছরে নদীর নাব্যতা ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের ড্রেজার, স্পেশাল ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে, বিশাল অর্থের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ নৌযান থেকে নিরাপদ নৌযান সংগ্রহ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ এখন মানসম্পন্ন জায়গায় যাচ্ছে। দেশ সব সূচকে এগিয়ে যাবে। নৌপথ, শিপইয়ার্ড ও ডকইয়ার্ডগুলো পরিবেশসম্মত ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী ৩ অক্টোবর ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে বুড়িগঙ্গা নদী তীরবর্তী ডকইয়ার্ডসমূহ উপযুক্ত জায়গায় স্থানান্তরের খসড়া প্রতিবেদন সম্পর্কিত জাতীয় কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তফা কামাল ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মনজুর আহমেদ চৌধুরী।

চলতি বছর ১৪১ কোটি টাকার ইলিশ রপ্তানি

চলতি বছর ১৪১ কোটি ৬৪ লাখ টাকার ইলিশ রপ্তানি হয়েছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। পরিমাণে যা ১ হাজার ৩৫২ মেট্রিক টন।

৬ অক্টোবর সচিবালয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে 'মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২২' বাস্তবায়ন উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী এ তথ্য জানান।

শ ম রেজাউল করিম বলেন, এক যুগে ইলিশ আহরণ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ইলিশ আহরণ ছিল ২ দশমিক ৯৮ লাখ মেট্রিক টন। ২০২০-২১ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫ দশমিক ৬৫ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

ইউরোপে পোশাক রপ্তানিতে চীনের পরেই বাংলাদেশ

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলোতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন সময়কালে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের বাজারে পোশাক রপ্তানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সম্প্রতি ইউরোপীয় কমিশনের পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাট পোশাক আমদানির তথ্য প্রকাশ করেছে। ইউরোস্ট্যাট জানিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ইউরোপীয় বাজারে বৈশ্বিক গড় পোশাক আমদানি বেড়েছে ২৫ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। সেখানে শীর্ষ পোশাক আমদানির উৎস হলো চীন। এই সময়ে দেশটি থেকে আমদানির পরিমাণ ছিল ১২ দশমিক ২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানি করেছে ১১ দশমিক ৩১ বিলিয়ন ডলারের। পোশাক রপ্তানিতে সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি ছিল বাংলাদেশের।

পণ্যের আমদানি মূল্য যাচাইয়ের নির্দেশ

আমদানিতে এলসি (ঋণপত্র) খোলার আগে পণ্যের মূল্য যাচাই-বাছাইয়ের পর লেনদেন করার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। পাশাপাশি সরবরাহকারীর ক্রেডিট রিপোর্ট দেখবে ব্যাংকগুলো। ১০ অক্টোবর বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ এ সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনে নিয়োজিত সব অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে নির্দেশনা।

নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ব্যাংকগুলো আমদানি কার্যক্রম পরিচালনার আগেই পণ্যের মূল্যের বিষয়ে চুক্তির তারিখে আন্তর্জাতিক বাজারদর কিংবা সমসাময়িক সময়ে পণ্যের আমদানি মূল্য কেমন তা যাচাই করে নিশ্চিত হওয়ার পর লেনদেন করতে হবে। পাশাপাশি আমদানি বাণিজ্য বিষয়ে প্রযোজ্য বিধিবদ্ধ কার্যক্রম, আমদানি নীতি আদেশের বিধান, বিদেশি সরবরাহকারীর ক্রেডিট রিপোর্টস, কেওয়াইসি, এএমএল ও সিএফসি বিষয়ক মান পরিপালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একইভাবে পণ্যের মূল্য পরিশোধের সময়ে অ্যান্টি মানিলন্ডারিং আইন (এএমএল) ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ (সিএফটি) মানদণ্ড পূরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহকারী সম্পর্কে জানতে কেওয়াইসি (নো ইউর কাস্টমার) এর শর্ত পূরণ করতে হবেও বলে বলা হয়েছে সার্কুলারে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সরকার : প্রধানমন্ত্রী

যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করছে দেশের অগ্রগতি। এজন্য সরকার যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, সারা বাংলাদেশ সফর করে আমি অনুধাবন করেছি, সবার আগে প্রয়োজন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, যা আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছি।

নড়াইলে মধুমতী নদীর ওপর নির্মিত ছয় লেনবিশিষ্ট মধুমতী সেতু ও নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর বীর মুক্তিযোদ্ধা একেএম নাসিম ওসমান সেতুর উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী ১০ অক্টোবর এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি সেতু দুটির উদ্বোধন করেন তিনি।

শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর নির্মিত তৃতীয় সেতু প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নারায়ণগঞ্জ আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। বিশেষ করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের দিক থেকে নারায়ণগঞ্জ সব সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। এ সেতুর মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ-মুন্সিগঞ্জ-ঢাকা শহরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক এমনভাবে গড়ে উঠেছে, যার ফলে এখন ঢাকা শহর দিয়ে যেতে হবে না।

মধুমতী সেতু প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মধুমতী সেতু দিয়ে আমরা ট্রান্স এশিয়ান হাইওয়েতে যুক্ত হয়ে যাব। যার ফলে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে এবং ঢাকা থেকে মোংলা বন্দর এখন সবচেয়ে কাছের হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আমাদের বেনাপোল, মোংলাসহ কুষ্টিয়া অঞ্চলের যোগাযোগ আরও বাড়বে। মানুষের সময় আরও বাঁচবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও গতিশীল হবে। আমরা মনে করি, এ যোগাযোগের ফলে আমাদের ওই সব অবহেলিত অঞ্চল আরও বেশি উন্নতি লাভ করবে।

'অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর' সুবিধা বাড়ানোর উদ্যোগ

বিশ্বব্যাপী প্রচলিত বাণিজ্য সুবিধা 'অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর' (এইও) বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এইও সুবিধা পেতে ৬৩টি প্রতিষ্ঠান এনবিআরের কাছে আবেদন করেছে। এ সুবিধা পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো বন্দরে জাহাজ থেকে পণ্য খালাসের পর কোনো ধরনের যাচাই ও শুল্কায়ন ছাড়াই সরাসরি কারখানা প্রাঙ্গণে নেওয়ার সুবিধা পেয়ে থাকে। ২০১৯ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) তিনটি প্রতিষ্ঠানকে এই সুবিধা দিয়েছিল।

এই সুবিধা পেতে পণ্যের কায়িক পরীক্ষা ছাড়াই খালাস করার জন্য এইও সনদপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের কাগজপত্র আগেভাগে পাঠাতে হয়, যাতে পণ্য বন্দরে পৌঁছার আগেই প্রায় সব ধরনের কাস্টমস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ফেলা যায়।

কয়েকটি নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে এইও সুবিধা দেওয়া হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে, ভ্যাট ও আয়কর আইনের আওতায় সন্তোষজনক কমপ্লায়েন্স রেকর্ড থাকা, আবেদনকারীকে পূর্ববর্তী তিন বছর অপরাধমুক্ত থাকা, কোনো রাজস্ব বকেয়া না থাকা, যেকোনো মামলায় জরিমানার পরিমাণ মোট পণ্য বা সেবামূল্যের ১ শতাংশের বেশি না হওয়া।

ছবিতে সংবাদ

২৪ অক্টোবর ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় চট্টগ্রাম বন্দরের সর্বশেষ প্রস্তুতি সরেজমিন পরিদর্শন করেন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) ও সরকারের যুগ্ম সচিব মো. জাফর আলম অবসর গ্রহণজনিত কারণে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন ৩০ অক্টোবর। এর আগে ২৬ অক্টোবর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের বিদায়ী সংবর্ধনায় তার হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান।

বে টার্মিনাল প্রকল্পের ব্রেক ওয়াটারের নকশা প্রণয়ন ও ড্রেজিংয়ের পরিমাণ নির্ধারণে পরামর্শক নিয়োগ দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান শেলহর্ন-অ্যাকোয়া-কেএস কনসালট্যান্টের পক্ষে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভস ১৯ অক্টোবর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

১৬ অক্টোবর মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র টার্মিনালের স্ট্র্যাটেজিক সিকিউরিটি প্ল্যান চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের কাছে হস্তান্তর করেন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।

৬ অক্টোবর চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা।

এ ছাড়া আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত মূলধন কমপক্ষে ১৫ কোটি টাকা ও পরিশোধিত মূলধন অন্তত ৫ কোটি টাকা হতে হবে। আর বার্ষিক আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ন্যূনতম ৫ কোটি টাকা হতে হবে।

ব্রুনাইয়ের সাথে একটি চুক্তি ও তিনটি সমঝোতা স্মারক সই

ব্রুনাইয়ের সাথে সরাসরি বিমান যোগাযোগ, জনশক্তি রপ্তানি, তরলীকৃত গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম সরবরাহসহ পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে একটি চুক্তি ও তিনটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে বাংলাদেশ। ১৬ অক্টোবর ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ব্রুনাইয়ের সুলতান হাসানাল বলকিয়াহ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে এসব চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকে সই করেন দুই দেশের প্রতিনিধিরা।

দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচল শুরুর লক্ষ্যে 'এয়ার সার্ভিস এগ্রিমেন্ট'-এ সই করেন বাংলাদেশের পক্ষে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী ও ব্রুনাইয়ের পক্ষে দেশটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মন্ত্রী এবং ফাইন্যান্স ও ইকোনমি মন্ত্রী আমিন আবদুল্লাহ।

সমঝোতা স্মারকগুলো হলো 'বাংলাদেশি জনশক্তি নিয়োগ', 'তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ' এবং 'রিকগনিশন অব সার্টিফিকেট ইস্যুড আন্ডার দ্য প্রভিশন্স অব দ্য ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন স্ট্যান্ডার্ডস অব ট্রেনিং, সার্টিফিকেশন অ্যান্ড ওয়াচ কিপিং ফর সিফেয়ারস, ১৯৭৮ অ্যাজ অ্যামেন্ডেড'।

দক্ষ নাবিক তৈরিতে আরও ছয়টি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে সরকার

প্রশিক্ষিত ও দক্ষ নাবিক তৈরিতে আরও ছয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। প্রতিমন্ত্রী ২৩ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জের সোনাকান্দায় ডেক ও ইঞ্জিনকর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডিইপিটিসি) নারায়ণগঞ্জের সুবর্ণজয়ন্তী ও সাবেক ক্যাডেটদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন।

খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন। প্রশিক্ষিত ও দক্ষ নাবিক এবং কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার জন্য তিনি নতুন নতুন ডিইপিটিসি, মেরিন একাডেমি এবং ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট (এনএমআই) গড়ে তুলছেন। কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় আরও দুটি ডিইপিটিসি গড়ে তোলা হবে। কুড়িগ্রামে একটি এনএমআই প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান রয়েছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে চট্টগ্রামে মেরিন একাডেমি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর পথ অনুসরণ করে নতুন চারটি মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছেন। আরও তিনটি মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হবে।

বিএম কনটেইনার ডিপোতে রপ্তানি পণ্য হ্যান্ডলিং শুরু

সাড়ে চার মাস পর বিএম কনটেইনার ডিপো থেকে রপ্তানি পণ্য জাহাজীকরণ প্রক্রিয়ার সাময়িক অনুমোদন দিয়েছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস। হ্যান্ডলিংয়ের অনুমোদনকালে ৯টি শর্ত বেঁধে দিয়ে ২২ অক্টোবর প্রজ্ঞাপন দিয়েছে কাস্টমস। এসব শর্তপূরণ সাপেক্ষে আগামী তিন মাস রপ্তানি পণ্য হ্যান্ডলিং করা যাবে ডিপোতে। শর্তগুলো প্রতিপালন না হলে তিন মাস পর এই অনুমোদন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাতিল হয়ে যাবে।

গত ৪ জুন বিএম কনটেইনার ডিপোতে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড থেকে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণ হারান ৫১ জন। আহত হয় দুই শতাধিক। এ সময় রপ্তানি পণ্যবাহী ১৫৪ কনটেইনার এবং আমদানি পণ্যবাহী দুটি কনটেইনার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিস্ফোরণের পরদিন গত ৫ জুন ডিপোর সব কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় কাস্টমস।

চট্টগ্রাম চেম্বারের সাথে যুক্তরাজ্যের পোর্টিকো শিপিংয়ের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

যুক্তরাজ্যের পোর্টমাউথ প্রদেশের পোর্টিকো শিপিং লিমিটেডের সাথে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ৩০ অক্টোবর চট্টগ্রামের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে চেম্বার কার্যালয়ে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। চট্টগ্রাম চেম্বারের পক্ষে সভাপতি মাহবুবুল আলম এবং পোর্টিকো শিপিং লিমিটেডের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্টিফেন উইলিয়ামস এমবিই এতে স্বাক্ষর করেন।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকালে চট্টগ্রাম চেম্বার সভাপতি মাহবুবুল আলম বলেন, কিছু দিন আগে ইতালির রাভেনা বন্দরের সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরের সরাসরি জাহাজ চলাচল চালু হয়েছে। পাশাপাশি যুক্তরাজ্যসহ ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামের সাথে রয়েছে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য। নিঃসন্দেহে ওই অঞ্চলে কোনো বন্দরের সাথে সরাসরি জাহাজ চলাচল হলে অর্থ ও সময় উভয়ই সাশ্রয় হবে। যুক্তরাজ্যের পোর্টসমাউথের পোর্টিকা বন্দর যদি সুবিধাজনক হয়, তাহলে এই বন্দরের সাথে সরাসরি জাহাজ চলাচলের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

পোর্টিকো শিপিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্টিফেন উইলিয়ামস এমবিই বলেন, পোর্টস মাউথ হচ্ছে একটি বেসরকারি উন্মুক্ত বন্দর। এই বন্দরের রয়েছে ওয়ান স্টপ সার্ভিস সুবিধা। যার মাধ্যমে পণ্য খালাস থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পণ্য ডেলিভারি সুবিধা দেওয়া হয়, যা অর্থ ও সময় সাশ্রয়ী। এসব সুবিধা কাজে লাগিয়ে সরাসরি জাহাজে করে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যের বাজারে পণ্য রপ্তানি করা যাবে এবং এই বন্দর ওই অঞ্চলে বাংলাদেশের রপ্তানির ট্রান্সশিপমেন্ট হাব হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সর্বোচ্চ সতর্ক ছিল চট্টগ্রাম বন্দর

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের প্রভাবে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সর্বোচ্চ সতর্ক ছিল চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। ঘূর্ণিঝড়কে কেন্দ্র করে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে ২৪ অক্টোবর সকালে বন্দরের সম্মেলন কক্ষে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এম শাহজাহান। বন্দরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সতর্কতার অংশ হিসেবে বন্দরের জেটি থেকে সকল কনটেইনার ও কার্গো জাহাজ বহির্নোঙরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, কর্ণফুলী চ্যানেলে অবস্থানরত লাইটার জাহাজগুলো উজানে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। এছাড়া বন্দরের সকল কার্গো ও কনটেইনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কনটেইনার স্ট্যাকিংয়ের (এক কনটেইনারের ওপর একাধিক কনটেইনার রাখা) উচ্চতা কমানো ও বন্দরের নিজস্ব নৌযানগুলো নিরাপদ স্থানে নোঙর করা হয়।

ঘূর্ণিঝড়কালীন বন্দরের কার্যক্রম সমন্বয়ে চারটি কন্ট্রোল রুম চালু এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করে দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালে সার্বক্ষণিক চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা ও বন্দর পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। ঘূর্ণিঝড় অতিক্রম করার পর ২৫ অক্টোবর সকাল থেকে বন্দরের স্বাভাবিক কার্যক্রম পুনরায় চালু হয়।

ইউক্রেনের গম এল চট্টগ্রাম বন্দরে

রাশিয়ার পর এবার ইউক্রেন থেকে গম আমদানি শুরু হয়েছে। প্রায় এক লাখ টন গম নিয়ে দুটি জাহাজ ২১ অক্টোবর পৌঁছে চট্টগ্রাম বন্দরে। গত জুলাইয়ে জাতিসংঘ এবং তুরস্কের সহায়তায় ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে কৃষ্ণসাগরের বন্দরগুলো দিয়ে খাদ্যসামগ্রীবাহী জাহাজ চলাচল বিষয়ক চুক্তি হয়। চুক্তির পর ৭ আগস্ট ইউক্রেন থেকে গম রপ্তানি শুরু হয়। চুক্তির তিন মাস পর ইউক্রেন থেকে গম আমদানি শুরু হয়েছে বাংলাদেশে।

ইউক্রেনের ওদেসা বন্দর থেকে ৪৬ হাজার টন গম নিয়ে বন্দরে ভিড়েছে 'এসএসআই প্রাইড' নামের একটি জাহাজ। এই জাহাজে করে গম আমদানি করেছে এস আলম গ্রুপ। এই জাহাজ ছাড়াও বসুন্ধরা গ্রুপ আরেকটি জাহাজে করে ৫৫ হাজার টন গম আমদানি করেছে। টনপ্রতি দাম পড়েছে ৩৯০ ডলার।

ইউক্রেন থেকে সর্বশেষ দেশে গম আমদানি করা হয়েছিল গত বছরের নভেম্বরে। এরপর জাহাজভাড়া বেড়ে যাওয়ায় দেশটি থেকে আর গম আমদানি করা হয়নি। গত ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর গম আমদানি বন্ধ হয়ে যায়।

নদীভিত্তিক রিসোর্স সেন্টারের যাত্রা

দেশে প্রথমবারের মতো একক নদীভিত্তিক 'রিভার রিসোর্স সেন্টার' এর যাত্রা শুরু হয়েছে। ৯ অক্টোবর পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার চট্টগ্রামের হালদা নদীর পাড়ে নির্মিত সেন্টারটি উদ্বোধন করেন।

এ সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. মো.মনজুরুল কিবরিয়া, হাটহাজারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহিদুল আলমসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

রিসোর্স সেন্টারটি বাস্তবায়ন করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২০ ইসিবি, ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

অধ্যাপক ড. মো.মনজুরুল কিবরিয়া জানান, এই রিসোর্স সেন্টারে হালদা নদীর স্থানীয় ডিম সংগ্রহকারীদের জন্য একটি পুকুর এবং ডিম ফুটানোর জন্য হ্যাচারি রয়েছে। এছাড়া একটি রিভার মিউজিয়াম হবে। এতে হালদা নদীর জীববৈচিত্র্য এবং ঐতিহ্য প্রাধান্য পাবে। নদীর তীরে একটি মনিটরিং চত্বর আছে।

বিশ্বের শীর্ষ ১০ কনটেইনার শিপিং কোম্পানি

টিইইউ সক্ষমতার ভিত্তিতে (২০২২ সালের জুলাই ও ২০২১ সালের জুন মাসের তুলনামূলক পরিসংখ্যান)

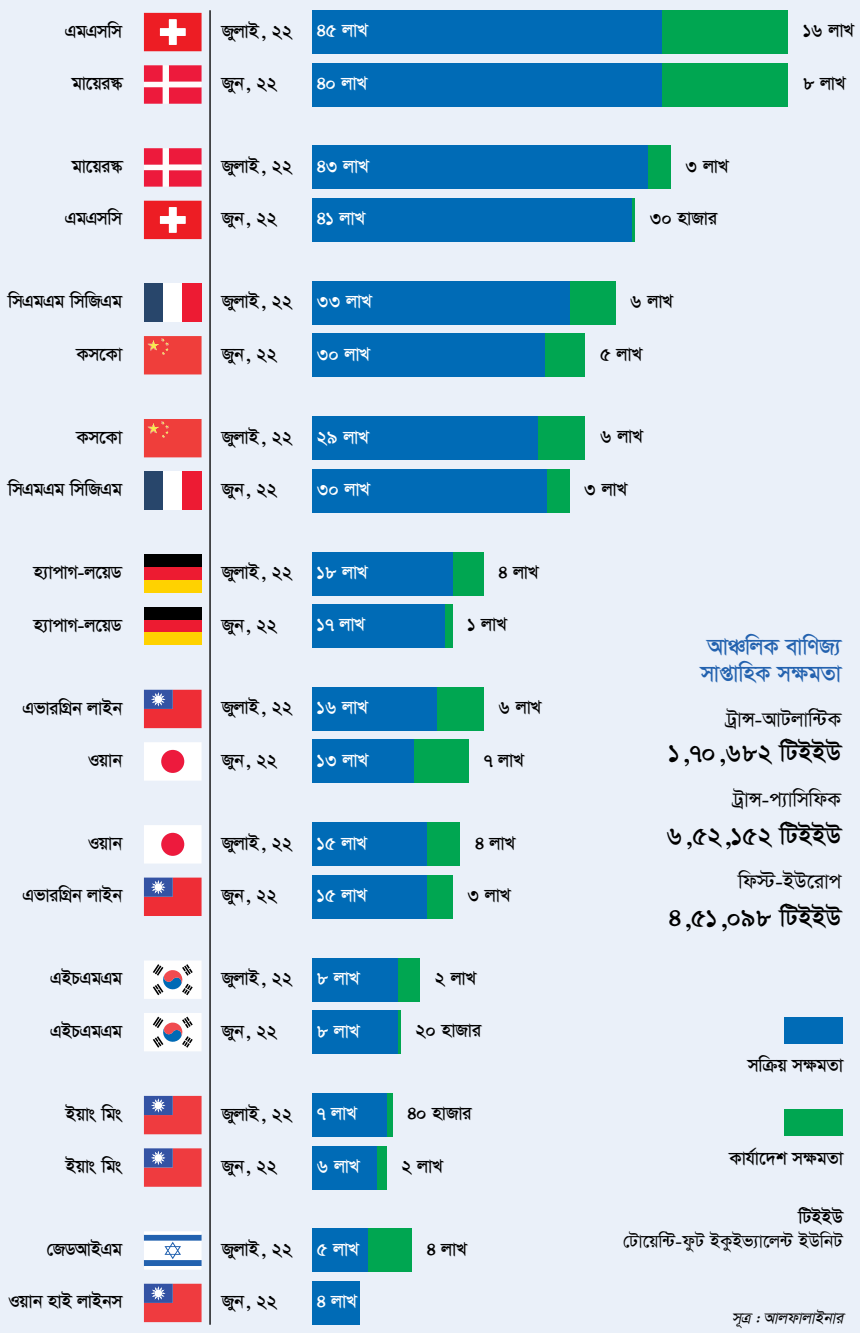

আঞ্চলিক বাণিজ্য সাপ্তাহিক সক্ষমতা

ট্রান্স-আটলান্টিক
১,৭০,৬৮২ টিইইউ

ট্রান্স-প্যাসিফিক
৬,৫২,১৫২ টিইইউ

ফিস্ট-ইউরোপ
৪,৫১,০৯৮ টিইইউ

সক্রিয় সক্ষমতা

কার্যাদেশ সক্ষমতা

টিইইউ
টোয়েন্টি-ফুট ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিট

সূত্র : আলফালাইনার

২০২১ ও ২০২২ সালের অক্টোবর মাসের তুলনামূলক চিত্র

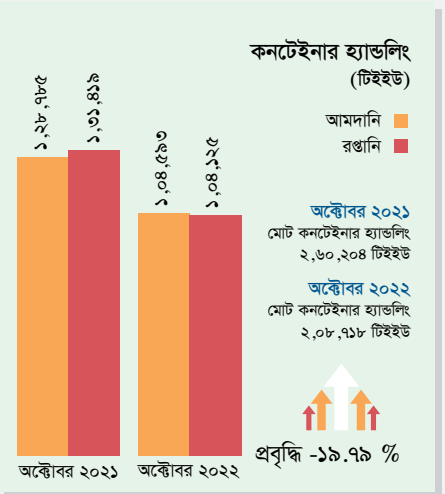

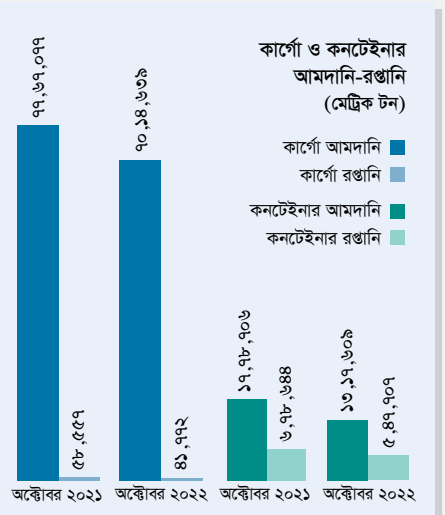

তথ্যযোগ

১. মাহমুদুল হাসান
নিম্নমান বহিঃসহকারী

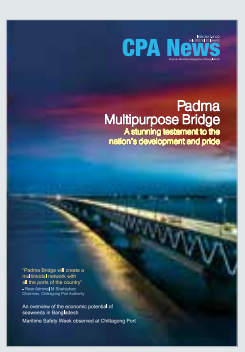

MARITIME MAGAZINE IN ENGLISH FROM CPA

Request for your hardcopy:
enlightenvibes@gmail.com
or find in online:
https://issuu.com/enlightenvibes

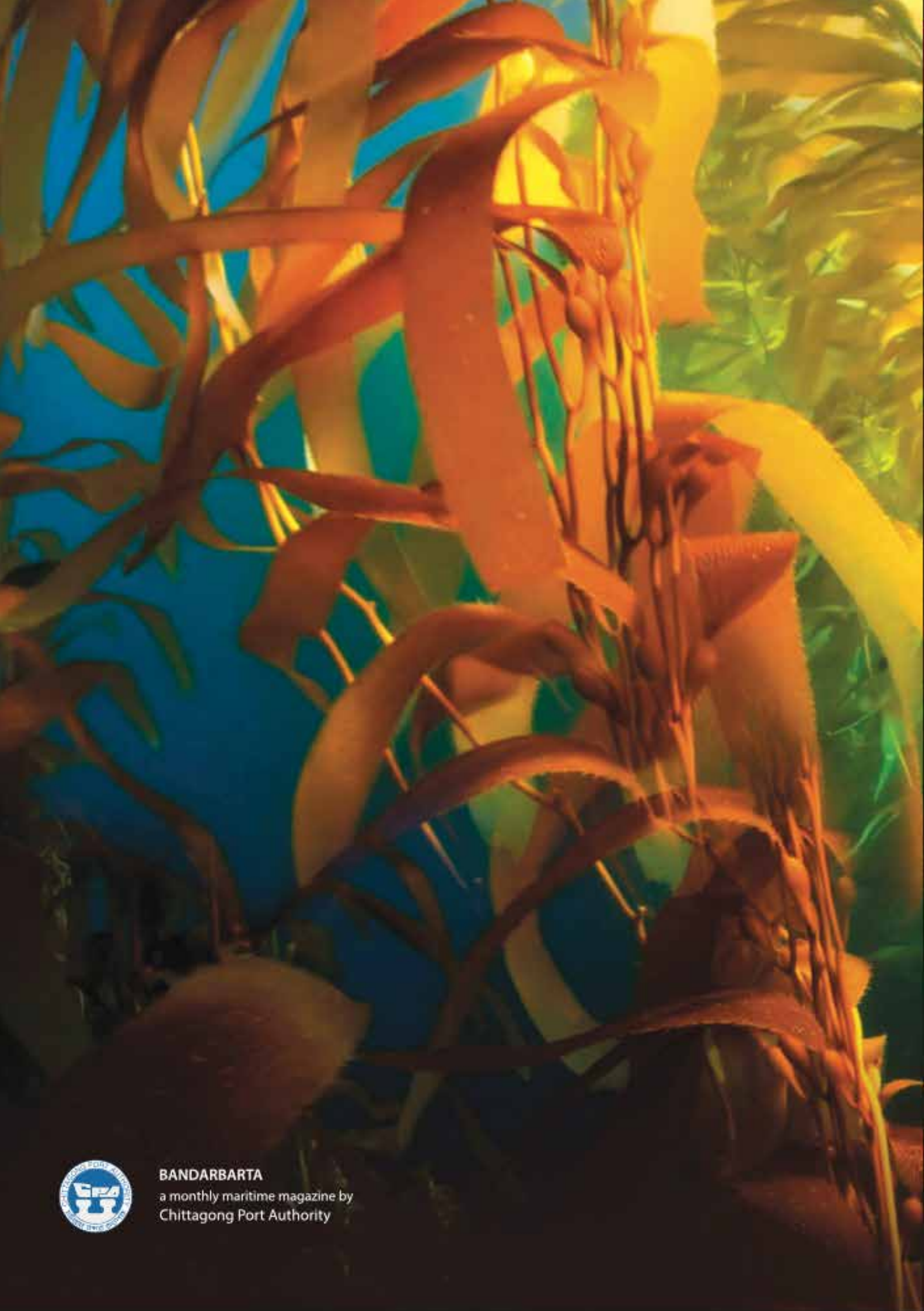

BANDARBARTA
a monthly maritime magazine by
Chittagong Port Authority